NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বিমানবন্দরে বৈষম্যের অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের

ডিপিএসসির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টে ৩

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.09.2025, Vol.19, Issue No. 98, 8 Pages, Price 3.00

সোমবার কলকাতায় সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মামলার চূড়ান্ত রায় দেশব্যাপী কার্যকর হবে: সুপ্রিম কোর্ট

এসআইআর: বেআইনি কিছু হলে গোটা প্রক্রিয়া বাতিলেরই হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে কোনও বেআইনি পদ্ধতি ধরা পড়লে, গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। সোমবার এমনই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেশব্যাপী এসআইআর-এর জন্যই কার্যকর হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ।

সোমবার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলে, 'নির্বাচন কমিশন সংবিধান স্বীকৃত সংস্থা। আমরা আশা করি, বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধনে তারা আইন এবং অন্যান্য নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু ভোটমুখী বিহারের এই সংশোধনী প্রক্রিয়ায় যদি কোনওরকম কারচুপি থাকে তা হলে গোটা এসআইআর বাতিল করে দেওয়া হবে।' তবে আপাতত বিহারে এসআইআরে স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত। আগামী ৭ অক্টোবর এই মর্মে ফের শুনানি হবে।

এর আগের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় আধার কার্ডকে ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ওই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয় সোমবার। তবে এখনই ওই নির্দেশ পরিবর্তন করছে না শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৭ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। মামলাকারীদের আইনজীবীরা অনুরোধ করেছিলেন যাতে ১ অক্টোবর (চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন)-এর আগে একদিন শুনানি হয়। তবে দশেরার জন্য আদালতে ছুটি থাকার কারণে সেই অনুরোধ গ্রহণ করেনি শীর্ষ আদালত। তবে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেও কোনও সমস্যা হবে না। ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হোক বা না-হোক, কোনও বেআইনি প্রক্রিয়া ধরা পড়লেই আদালত গোটা প্রক্রিয়া বাতিল করে দেবে। আগামী ৭ অক্টোবরই এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই মামলার চূড়ান্ত রায় শুধু বিহারের জন্য হবে না। দেশব্যাপী এসআইআর-এর কাজের জন্যই এই রায় কার্যকর হবে।

এর আগে বিহারের এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ডকে ব্যবহার করা যাবে। এই নিয়ম আপাতত শুধু বিহারের জন্যই। শীর্ষ আদালত এ-ও স্পষ্ট জানায়, আধার কার্ড কখনওই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। শুধু ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে আধার কার্ড। আদালতের ওই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছিল সোমবার। মামলার একটি পক্ষের আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের দাবি, আধার শুধুই একটি পরিচয়পত্র। এটি নাগরিকত্ব, বয়স বা ঠিকানার পরিচয় বহন করে না। তাই এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনীয় নথি হিসাবে এটিকে বিবেচনা করা যায় না বলেই আদালতে সওয়াল করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অন্য ১১টি নথির সঙ্গে আধারকে যুক্ত করা আইনের পরিপন্থী।

- **বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে কোনও বেআইনি পদ্ধতি ধরা পড়লে, গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে।**
- **এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেশব্যাপী এসআইআর-এর জন্যই কার্যকর হবে।**
- **আপাতত বিহারে এসআইআরে স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত।**
- **আগামী ৭ অক্টোবর এই মর্মে ফের শুনানি হবে।**

যাদবপুর খুনের অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের এবার খুনের মামলার অভিযোগ। মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই খুনের মামলা রুজু করা হল যাদবপুর থানায়। সোমবার সকালে প্রথমে লালবাজারে যান অনামিকার বাবা-মা। সেখানে তদন্তকারীদের ও হোমিসাইড বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পরই তাঁরা যাদবপুর থানায় যান।

মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর রীতিমতো বাকরুদ্ধ বাবা। প্রথমে তিনি সেভাবে কিছু বলেননি। এরপর খুব সংক্ষেপেই জানান, 'ওকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও প্রস্তাব দিয়েছিল। যাতে ও রাজি হয়নি বলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ও ইচ্ছাকৃত জলে পড়ে যায়নি।*যেখান থেকে ওর দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে ওকে কেউ ডেকেছিল বলেই মনে হচ্ছে।*যদি আমি ধরেওনি ও শৌচালয়ে যাওয়ার জন্যই ঝিলপাড়ে গিয়েছিল, তা-ও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ও ওই অন্ধকারে যাবে। ও একা ওখানে যেতেই পারে না।' অনামিকার বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে কেউ ধাক্কা দিয়েই ঝিলের জলে ফেলে দিয়ে থাকতে পারেন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরের চার নম্বর গেটের সামনের পুকুর থেকে অনামিকার দেহ উদ্ধার হয়। এই মৃত্যু নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয় মৃত্যুর কারণ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অনামিকা। তবে কী ভাবে তিনি পুকুরে পড়ে গেলেন, তা স্পষ্ট নয়। তিনি মদ্যপ ছিলেন কি না, তা জানার জন্য ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষায় তদন্তকারীরা।

দেশ গঠনেও সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ: প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনাবাহিনীর কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সের সূচনা হল সোমবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন দিনের ওই সম্মেলনের সূচনা করেন। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে আয়োজিত এই তিন দিনের সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু- 'ইয়ার অব রিফর্মস ট্রান্সফরমেশন ফর দ্য ফিউচার'। দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে এই বৈঠকে আলোচনায় উঠে এসেছে বাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মতো বিষয়।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেনাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ তাঁদের অবদান ছিল অনন্য। শুধু প্রতিরক্ষাই নয়, দেশ গঠনের ক্ষেত্রেও সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, ভারতীয় সেনা আজ শুধু সীমান্তে নয়, জলদস্যু দমন, সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা এবং বিভিন্ন বন্ধুসুলভ দেশে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পাঠাতেও বিশেষ অবদান রাখছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী 'ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সেস ভিশন ২০৪৭' নথি প্রকাশ করেন। তাতে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি আধুনিক, উদ্ভাবনী এবং আত্মনির্ভরশীল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে দ্রুত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন তিনি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় সেত, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিংহ-সহ প্রতিরক্ষা সচিব, বিদেশ সচিব, ডিআরডিও প্রধান ও আরও একাধিক মন্ত্রকের শীর্ষ আমলা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবার কমান্ডারদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, আর বুধবার বক্তব্য রাখবেন চিফ অফ ডিফেন্স। দুই বছর অন্তর আয়োজিত এই কনফারেন্সকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরের কৌশলগত বৈঠক হিসেবে ধরা হয়। যেখানে অসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব এক মঞ্চে এসে মত-বিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতের সামরিক প্রস্তুতির দিকনির্দেশ স্থির হয়। বাকি দু'দিন সম্মেলনে পর্যালোচনা হবে বাহিনীর কাঠামোগত, প্রশাসনিক ও কার্যক্ষম প্রস্তুতি সংক্রান্ত নানা বিষয়। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে অপারেশনাল প্রস্তুতি ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণে জোর দেওয়ার পাশাপাশি নির্ধারিত হবে রূপান্তরের নতুন রূপরেখা। কলকাতায় আয়োজিত সিসিসি ২০২৫ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য- রিফর্মস, ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড চেঞ্জ, অর্থাৎ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিক যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি বজায় রাখার অঙ্গীকার। সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের সেনা আধিকারিক ও কর্মীদের অংশগ্রহণ এই আলোচনাকে করেছে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বাস্তবমুখী। শহরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই এই কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে কেন্দ্র করে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এদিন শুধু সেনা সম্মেলনের উদ্বোধনই নয়, পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে সেনা কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী। মোট আড়াই ঘণ্টা সেখানে ছিলেন তিনি। সব শেষে দুপুর ২টো নাগাদ কলকাতা থেকে আকাশপথে বিহারের উদ্দেশে রওনা দেন নরেন্দ্র মোদী। সেনা সম্মেলনে যোগ দিতে রবিবার রাতেই কলকাতায় আসেন প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ওঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

হাজিরা মিমির

- **বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে দিল্লিতে ইডির সদর দপ্তরে হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় সংস্থার দপ্তরে পৌঁছে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন মিমির আইনজীবী। ইডি দপ্তরে প্রবেশের মুখে সাংবাদিকদের সামনে তেমন কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। মিমি-সহ বেশ কয়েক জনকে বেআইনি অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় তলব করেছে ইডি। সেই তালিকায় টলিউডের অঙ্কুশ ছাড়াও বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রৌতেলা রয়েছেন।**

গোটা ওয়াকফ আইন স্থগিত নয়, তবে জেলাশাসকের ক্ষমতায় রাশ

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: ওয়াকফ মামলায় বড় স্বস্তি কেন্দ্রের। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানাল, গোটা ওয়াকফ আইন স্থগিত রাখার কোনও যুক্তি নেই। পাশাপাশি অবশ্য সংশোধনী আইনের দু'-একটি ধারা নিয়ে আপত্তি তুলে তা আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জেলাশাসকদের ক্ষমতায় রাশ টানা। এতদিন জেলাশাসক কোনও জমি বা সম্পত্তি জরিপ করে তা ওয়াকফের কি না বলার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, এখন জেলাশাসকদের হাতে আপাতত এই অধিকার থাকছে না।

এদিন ওয়াকফে সম্পত্তি দান করতে হলে পাঁচ বছর ইসলাম পালনের নিয়মে স্থগিতাদেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডে চার জনের বেশি অ-মুসলিম থাকতে পারবেন না। রাজ্যস্তরে সেই সংখ্যা ৩। ওয়াকফের সিইও-কে যত দূর সম্ভব মুসলিম সম্প্রদায়ের হতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সিইও পদে অ-মুসলিমদের বসানো যাবে না, এমন কোনও নির্দেশিকা দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। তবে সামগ্রিকভাবে গোটা ওয়াকফ আইনটি স্থগিত রাখার কোনও যুক্তি নেই বলে পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের।

ইডির চার্জশিটে বিপাকে চন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও বিপাকে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ষষ্ঠ সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে এমনটাই দাবি করা হয়েছে ইডির তরফ থেকে। ইডির আরও দাবি, চন্দ্রনাথ সিনহার মাধ্যমেই এই দুর্নীতিতে এসেছে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা।

পাশাপাশি ইডি সূত্রে এ-ও দাবি করা হয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও তিন অভিযুক্ত তাপস-কুন্তল-শান্তনু এই ত্রয়ীর চক্রে জড়িত ছিলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। তিন জনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। তদন্তে উঠে এসেছে কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ১৫৯ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর তালিকা এসেছিল চন্দ্রনাথের সূত্র ধরেই। এই সমস্ত প্রার্থীদের কাছে থেকে নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে কম ৮ লক্ষ ও সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা। দুর্নীতিতে যে আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তার মধ্যে ১২.৭২ কোটি চন্দ্রনাথ সিনহার হাত ধরেই এসেছে বলে উল্লেখ চার্জশিটে। ইডি চার্জশিটে চন্দ্রনাথ সিনহা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও তুলে ধরেছে। তাঁর বোলপুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ৪১ লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করে ইডি চার্জশিট দাবি করেছে, এই টাকার পুরো হিসেব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন চন্দ্রনাথ।

ইডি আরও দাবি, বাজেয়াপ্ত ৪১ লক্ষ নগদ টাকার মধ্যে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা চন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা ব্যবসার টাকা। কিন্তু বাকি টাকার উৎস কী, তার কোনও সদুত্তর কেউই

দিতে পারেননি। তাপস মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল চন্দ্রনাথ সিনহার। যখনই কলকাতায় আসতেন চন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন তাপস, দাবি ইডির। কলেজ স্ট্রিটে প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং কলেজ সংগঠনের অনুষ্ঠানেও চন্দ্রনাথ যে উপস্থিত ছিলেন, সেই বিষয়টি উল্লেখ করে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার কথাও বলা হয়েছে এই চার্জশিটে।

চার্জশিটে সূতির একটি প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং কলেজ ও তার মালিক পিপুলউদ্দিন শেখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইডি দাবি করেছে, এই কলেজ মালিক বোলপুরের বাসিন্দা, সুতিতে তাঁর কলেজ আছে। এই কলেজে যাঁরা ট্রেনিং নিতেন, তাঁদের চাকরির জন্য তালিকা পাঠানো হয়েছিল তাপসের কাছে। ২২ জনের মধ্যে তিন জন অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। ইডি দাবি করেছে, এই কলেজ মালিকের সঙ্গে তাপসের সম্পর্ক ২০০২-২০০৩ সাল থেকে। এই কলেজ মালিকের হাত দিয়েই ১৫৯ জনের নামের তালিকা তাপসের কাছে পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। যা তাপস মণ্ডলের দেওয়া বয়ানে রয়েছে।

পার্থর জামিনে রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে পরপর তিন মামলায় চার্জ গঠন। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জগঠন হয়েছে পার্থর বিরুদ্ধে। চার্জ গঠন হয়েছে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধেও। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ। একাধিক নিয়োগ মামলায় নাম জড়ায় তাঁর। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত জেলেই দিন কাটছে তাঁর। জামিন চেয়ে একাধিকবার কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পার্থ। নিম্ন আদালত থেকে ইতিমধ্যেই তিনি জামিন পেয়ে গিয়েছেন। ইডি মামলাতেও জামিন মিলেছে তাঁর। তবে সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হলেও, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের একক বেঞ্চ তাঁর জামিন মামলায় রায়দান আপাতত স্থগিত রেখেছে। এই মামলায় জামিন পেলেই জেলমুক্তি হতে পারে পার্থর।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের মামলায় সোমবার শুনানি চলাকালীন হাসপাতাল থেকেই পার্থ হাজিরা দেন। এদিনও বেডে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চোখে কালো চশমা। শুনানি চলাকালীন তাঁর হাতে নথি ছিল। আইনজীবী যখন সওয়াল করছিলেন, উনি নথিতে চোখ রাখছিলেন। সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালে ছিলেন অশোক সাহা, জীবনকৃষ্ণ, এসপি সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্ন রায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্যরা। পার্থর আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, 'হাইপোথেটিক্যাল সেম এলিগেশন। ওঁকে শুধুমাত্র মন্ত্রী হিসেবে এই কেসে যুক্ত করা হয়েছে। মামলা থেকে অব্যাহতি চাইছি। নতুন করে বলার কিছু নেই। আগেও বলেছি। এই মামলায় মোট চারটে চার্জশিট। প্রথম দিকের চার্জশিটে আমার মক্কেলের নাম নেই। মন্ত্রী হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এটা সিবিআইয়ের অভিযোগ মাত্র। কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষীর বয়ান নেই যে উনি আইনি বা বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত। ভিত্তিহীন অভিযোগ। ডিসচার্জের প্রেয়ার করছি।'

এর পরই বিচারকের পর্যবেক্ষণ, 'আমি যেটুকু কেস ডায়েরি দেখেছি, যে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে ফাইল সিএম-এর কাছে পুট আপ হয়। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি, সরাসরি এসএসসি-ও ডিপার্টমেন্টে গিয়েছে। এই মামলায় চার্জ গঠন করা হল। অভিযুক্তরা নিজেরা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছেন। অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছেন। নম্বর বিকৃত করা হয়েছে।'

পাক কর্তার সঙ্গেও মঞ্চে উঠবেন না সূর্যরা

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর: করমর্দন বিতর্ক ঘিরে হুমকি-পালটা হুমকিতে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি! পাকিস্তান যখন হুমকি দিচ্ছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপের দায়িত্ব থেকে অপসারণ না-করলে, তারা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে মাঠে দলই নামাবে না, তখন সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এশিয়া কাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হলে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ট্রফি নেবেন না মহসিন নকভির হাত থেকে। উল্লেখ্য, নকভি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানও। সেই কারণেই ভারত চ্যাম্পিয়ন হলে তাঁর হাত থেকে সূর্য ট্রফি নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রবিবার টসের সময় ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে করমর্দন এড়িয়ে যান। ম্যাচ শেষেও সূর্যকুমাররা কোনও পাক খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে হাঁটা দেন ডাগ আউটের পথে। এমনকী, সাজঘরে ফিরে বন্ধ করে দেন দরজা। এর প্রতিবাদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করে পাকিস্তান। সেখানে হাজির ছিলেন না পাক অধিনায়ক আঘা। এর পর সোমবার পাকিস্তান বোর্ড দাবি করে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এখনই এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। পাক বোর্ডের দাবি, পাইক্রফটই নাকি টসের সময় সূর্যকে বলেছিলেন আঘার সঙ্গে করমর্দন না-করতে। এখানেই থেমে থাকেনি পাক বোর্ড। তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে তারা জানায়, তাদের দাবি মানা না হলে প্রতিযোগিতা থেকেই নাম তুলে নেবে তারা।

করমর্দন না-করার ঘটনায় ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়ায় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে আগেই সরকারি ভাবে প্রতিবাদ জানায় পাকিস্তান। এর পর তারা জানায়, পাইক্রফটকে এশিয়া কাপের দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি মানা না হলে পরের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দলই নামাবে না তারা। উল্লেখ্য, পাকিস্তান বনাম আমিরশাহি ম্যাচেও ম্যাচ রেফারি হিসাবে থাকবেন পাইক্রফট। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই বিষয়টি লিখিত প্রতিবাদপত্রে উল্লেখও করে দিয়েছে পাকিস্তান। এখন দেখার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি পাকিস্তানের এই দাবি মানেন কি না।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছে পিসিবি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পিসিবি।' নকভি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও (এসিসি) চেয়ারম্যান। পাক বোর্ডের মতে, ভারতের আচরণ খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিপন্থী। প্রথমে এসিসির কাছে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয় পাকিস্তান দলের পক্ষ থেকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি রতন সাঁধুখা ১০-৯-২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে আমার পিতা ক্ষুদিরাম সাঁধুখা ও ক্ষুদিরাম গড়াই একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি আব্দুল রহমান পিতা- সেন্টু সেখ গ্রাম হাটগাছা, পোষ্ট, কামারী কালীগঞ্জ নদীয়া, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আব্দুল রহমান সেখ আছে। ১/৭/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আব্দুল রহমান ও আব্দুল রহমান সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আব্দুল রহমান।

নাম-পদবী

আমি Anjura Begam, W/o- Md. Abu Mohsin গ্রাম পালিত বেগিয়া, থানা- কালীগঞ্জ নদীয়া ভোটার কার্ডে নাম Anjuma Khatun আধারকার্ডে Anjura Begam বহরমপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে Anjuma Khatun ও Anjura Begam ও আমার স্বামী Md. Abu Mohisn ও Aabume Hosen উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Abdul Alim Shaikh পিতা Sahad Ali Shaikh সাং- মুড়াগাছা দর্জিপাড়া, পোঃ মুড়াগাছা, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৪ গত ১২/০৯/২৫ তারিখে নোটারি পাবলিক কৃষ্ণনগর এর এফিডেভিট বলে Abdul Alim Shaikh, Abdul Alim Sk পিতা Sahad Ali Shaikh, Sahad Ali Sk একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Koushik Roy Chowdhury** S/o, Alok Roy Chowdhury R/o, 5A/4, Shani Mandir Road, Sherpur, P.O. & P.S. - Ashoknagar, Dist - 24 Pgs. (N), Pin - 743222, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my original & correct name is Koushik Roy Chowdhury which is rightly written & recorded in my Aadhaar, Voter, PAN as well as my marriage certificate. That spelling of my name has been inadvertently written in my madhyamik registration certificate as Kousik Roy Chowdhury in place of Koushik Roy Chowdhury. That **Koushik Roy Chowdhury** and **Kousik Roy Chowdhury** is the same and one identical person vide Affidavit No.1350 dated 15.09.2025 before the Notary public at Barasat, 24 Pgs. (N).

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ৩০ শে ভাদ্র। মঙ্গল বার । দশমী তিথি, । জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, সকাল ১০/৩৪ র পরে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

(ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র র আবির্ভাব দিবস।)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি **পার্ব্বতী সাহা ওরফে পারুল রানী সাহা,** স্বামী- শ্রী খগেন্দ্র নাথ সাহা, প্রীতিনগর, রানাঘাট নিবাসী, বিগত ইংরাজী ২৪.০৯.২০০৪ তারিখে A.D.S.R.-১ নং রানাঘাট অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫০৮৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ১৪৮ নং পার্ব্বতীপুর মৌজার L.R. 831/1646 ও 826/1631 নং দাগের 7.894 শতক জমি **রামেশ্বর সেনের** নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত জমি ইংরাজী 03.07.1996 সালে রানাঘাট A.D.S.- ১ নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার **বটেশ্বর সেন,** পিতা- ৺দ্বারকানাথ সেনের থেকে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট ১ নং B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

সুস্মিতা কর (এ্যাডভোকেট),
জাজেস কোর্ট
(রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, কল্যানী, বারাসাত)।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুবল চন্দ্র দেবনাথ পিতা-মৃত সুশীল চন্দ্র দেবনাথ সাং ওলাদেবীতলা রোড নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার এল আর-৩১৪০৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬১০১ নং দাগের ১.২৪ শতক ও এল আর ১৩৩৪৬ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬১০১ নং দাগের ১.২৪ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৭/০১/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৫নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-বাবলারি দেওয়ানগঞ্জ ও ব্যাদরাপাড়া বাই লেন নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া নিবাসী শঙ্কর দাস, পিতা-মৃত মনি মোহন দাস ও লক্ষণ কুমার সেন পিতামৃত নিমাই সেন-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৭১২ নং দলিল দ্বারা সাং- জালুইডাঙ্গা, সমুদ্রগড়,জেলা - পূর্ব বর্ধমান নিবাসী অভিজিৎ মন্ডল পিতা স্বপন কুমার মন্ডল ও রুমা মন্ডল স্বামী অভিজিৎ মন্ডল -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা

আমি, শ্রী বাপ্পাদিত্য রায়, পিতা- মৃত সুশীল রঞ্জন রায়, সাং ও পো:- গোপীনগর, থানা- গাংনাপুর, পিন- ৭৪১২৩৮, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ০২/০১/২০২৪ তারিখে I -44 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দেবব্রত ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাং- জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং- ২৩/০৯/২০২৪ তারিখে I -4424/ 24 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী সৈকত হালদার, পিতা- শ্রী সুনীল হালদার, সাং- জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, মৌজা - ১৬২ নং জগন্নাথপুর, খতিয়ান নং - R.S. ৬০৮, L.R. ৬৮, ২২৮, দাগ নং - R.S. & L.R. ২২৬, মোট ৪.৯৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নাম - মোঃ সাগির, পিতা- মৃত আলাউদ্দিন আনসারী, ধর্ম- ইসলাম (ভারতীয়), মৃত্যুর তারিখ- ০৩/১২/২০২৪, স্থায়ী ঠিকানা- ধোবিয়াকুড়া, তোলাবোঙ্গালোর, মুঙ্গের, পিন- ৮১১২১২, বিহার। সর্বশেষ ঠিকানা- সার্ভে ভিউ পার্ক, মৌ আবাসান, ব্যান্ডেল, পি.এস.- চিনসুরা, জেলা- হুগলি, পিন - ৭১২১২৩, পশ্চিমবঙ্গ,
উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যে কোনও ধরণের অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ থাকার দাবি করা যেকোনো ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞাপন এবং নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

বিনীত,
Bijaya Halder (Advocate)
District Judge's Court
Chinsurah, Hooghly.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী জয়ন্ত কুমার চন্দ্র** পিতা ৺যুগোল কিশোর চন্দ্র, সাকিম চকঅনন্ত, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয় বিগত ইংরাজী ০৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00564/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **হামিম খাঁন,** পিতা …

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ১৯৯৪ সালে RANAGHAT Sub-Divisional officer আমার CASTE CERTIFICATE নাম ছিল উত্তম মন্ডল পিতা রবীন্দ্র নাথ মন্ডল, পরবর্তী সময়ে আমি আমার নামের পদবী মন্ডল থেকে দুর্লভ এবং পিতার নাম- রবীন্দ্র নাথ মন্ডল থেকে রবি দুর্লভ রূপান্তর হয়। বর্তমানে আমার নামে, অর্থাৎ উত্তম দুর্লভ নামে ৪৩ কন্দখোলা মৌজার এল.আর ২৫০৪ খতিয়ান এল.আর ৫৫৯ দাগে রেকর্ড হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে ২০১৫ সালে Court of Executive Magistrate, Ranaghat, Nadia AFFIDAVIT করিয়া আমার নাম সমস্ত স্থানে উত্তম দুর্লভ পিতা ৺রবি দুর্লভ হয়ে আমি শ্রী মিন্টু কর্মকার, পিতা গোবিন্দ কর্মকারকে জমি বিক্রয় করছি।

EPIC NO-WB/12/078/147489
AADHAR NO-9395 0092 7536

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী আরতি মন্ডল** স্বামী ৺শিব চন্দ্র মন্ডল, **২)শ্রী রাজু মন্ডল, ৩)শ্রী অপু মন্ডল,** সকলের সাকিম উত্তর সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৪)শ্রীমতী নমিতা কোলে** স্বামী শ্রী সমর কোলে, সাকিম মাঝপাড়া, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, **৫)শ্রীমতী সুমিতা ঘোষ** স্বামী …

আমমোক্তারনামা

আমি, শ্রী নিখিল রঞ্জন দাস, পিতা- মৃত অশ্বিনী কুমার দাস, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, পক্ষে বিগত ইং ০৭/০১/২০১৫ তারিখে IV- 40 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দেবব্রত ঘোষ, পিতা- শ্রী গোপাল ঘোষ, সাং- জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, উক্ত …

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **মুসাম্মত রওশন আরা বেগম,** স্বামী মহম্মদ কামরুদ্দিন, সাকিম নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী- …

…বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দয়াশঙ্কর যাদব** পিতা শ্রী জয়নাথ যাদব, মহাশয় তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

PUBLIC- NOTICE

One Original Deed of Indenture, dated 07-03-1997, executed by Governor of the State of West Bengal in favour of **Smt. Minati Biswas** (since deceased) in respect of Sale of land area measuring about **5 Cottah 8 Chittak 31 Sq. Ft.** more or less, lying and situate at **Plot No.- B-2/98, Block-B** at **Kalyani** under **Township of Kalyani, Sub- Division Kalyani** at Now Holding No.- B-2/98 (LIG), Street-B-2 at P.O. & Police Station- Kalyani within Kalyani Municipality under jurisdiction of A.D.S.R.O. Kalyani in the District- Nadia, West Bengal. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Kalyani, recorded in Book No.- I, Volume No.- 9, Pages from 323 to 330, Being No.- **701** for the year **1997.** The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1088/23** was lodged on **18-10-2023** with **Andal** Police Station, Paschim Bardhaman in respect of said deed by my client **Soumen Biswas.** The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি **শ্রীমতি শান্ত রাণী ঘোষ,** স্বামী অমিতাভ ঘোষ, সাকিম- পিয়ারাবাগান রোড, থানা- চুঁচুড়া, পো: + জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ এর অধিবাসী হইতেছি। গত ১০.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ০১ টা নাগাদ চুঁচুড়া কোর্ট হইতে আমার বাড়ি ফিরিবার পথে, আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যাগে আমার অন্যান্য কিছু কাগজপত্রের সহিত একটি আসল **সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল** যাহা **ঝর্না দত্তর** নামে ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে ১৯৫৯ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল এবং যাহার **দলিল নম্বর ০৫২১০,** ভলিউম নম্বর ৫৮, পৃষ্ঠা ১ হইতে ৩, তারিখ ২৭.০৬.১৯৫৯ হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত আসল দলিলটি আমার নামে রেজিস্ট্রিকৃত ০২৩৯৩ নম্বরের সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ২০০৭ সালে ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত এর পিঠ দলিল/ Mother Deed হইতেছে। উক্ত আসল দলিলটি কোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় বন্ধক রাখিয়া লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকবদ্ধ নাই। উক্ত দলিলটি হারাইয়া যাওয়ার বিষয়ে **চুঁচুড়া থানায়** একটি সাধারণ ডাইরি দায়ের করা হইয়াছে, যাহার **GDE নম্বর ৭৫৭ তারিখ ১২.০৯.২০২৫।** কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহারো কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীত- **শ্রীমতি শান্ত রাণী ঘোষ**
স্বামী- অমিতাভ ঘোষ সাকিম- পিয়ারাবাগান রোড, থানা- চুঁচুড়া, পো: + জেলা- হুগলী
পিন – ৭১২১০৩, মোঃ- ৬২৯১২৯৬২১১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

…ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

…তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী **সুনীল কুমার ঘোষ, ২)শ্রী অসিত কুমার ঘোষ, ৩)শ্রী সুজয় ঘোষ, ৪)শ্রী মধুসুদন ঘোষ, ৫)শ্রী প্রভাস ঘোষ, ৬)শ্রী জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৭)শ্রী নবকুমার ঘোষ** সকলের পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, **৮)শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ, ৯)শ্রীমতী** …

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী কার্ত্তিক দাস অধিকারী** পিতা ৺হরিপদ দাস অধিকারী সাকিম চক মুসলমান পাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয় বিগত ইং ২৮/০৪/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, …

…ইতি- শ্রী গৌতম ঘোষ (আমমোক্তার)

জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলেগেট ৫ম সিভিল জজ
(সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ (সাকসেশন) কেস নং ২৭৮/২০২৪

হেমাল ক্যামপানি
দরখাস্তকারী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী তাহার মা স্বর্গীয় রঞ্জনা ক্যামপানি স্বামী - মধুকর ক্যামপানি, সাং ৫, কুইন্স পার্ক, থানা - করায়া, কোলকাতা ৭০০০১৯ মহাশয়ার নিজ নামে কিছু শেয়ার কেনা আছে যেমন রিলায়েন্স কোম্পানির মোট ৫১৬ টি শেয়ার আছে যাহার বর্তমান বাজার দর আনুমানিক ১৫, ১৪,৪৬০/- (পনেরো লক্ষ চোদ্দ হাজার চার শত ষাট টাকা), জিও ফিনান্সিয়াল সারভিসের মোট ৫১৬ টি শেয়ার আছে যাহার বর্তমান বাজার দর আনুমানিক ১,৭৭,৬৫৮.৮০ (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয় শত আঠান্ন টাকা আশি পয়সা), যাহার মোট বাজার মূল্য (যোলো লক্ষ বিরানব্বই হাজার এক শত আঠারো টাকা আশি পয়সা) গচ্ছিত রাখিয়া বিগত ইংরাজী ২৫/০৩/২০১০ তারিখে পরলোক গমন করেন। অত্র দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত সম্পর্কে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা আইনজীবী মারফত উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Sd/-
সেরেস্তাদার

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ডের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও একটি উডবার্ন ওয়ার্ড পাচ্ছে এসএসকেএম হাসপাতালে। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ১০২টি কেবিন ও ৮টি স্যুইট নিয়ে তৈরি এই অত্যাধুনিক ভবনের নামকরণ করেছেন 'অনন্য'। যা নির্মাণে ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে প্রায় ৬৬.৬৩ কোটি টাকা। এখানে থাকছে সিসিইউ এবং আধুনিক অপারেশন ফেসিলিটি।

পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের সাফল্যকে পাথেয় করেই এই নতুন ভবনের পরিকল্পনা। অতীতে উডবার্ন ওয়ার্ড মূলত ভিআইপি রোগীদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল ছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পরিষেবা এখন সকলের জন্য উন্মুক্ত। 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' মডেলে পরিচালিত উডবার্ন ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই তিন ধরনের কেবিন চালু রয়েছে। এবার এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উডবার্ন ২। সিঙ্গল, ডাবল ও স্যুইট মিলিয়ে অভিন্ন একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার।

স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশের মতে, সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি ধাঁচের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ অনেক রোগীই পছন্দ করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা অতিরিক্ত খরচ করতেও রাজি থাকেন। ফলে এসএসকেএম চত্বরে নতুন প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কর্তাদের আশা, উডবার্ন ২-এ চিকিৎসার খরচ সাধ্যের মধ্যেই থাকবে এবং রোগীদের চাহিদা পূরণ করবে। সূত্রের খবর, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম-এর পাশাপাশি চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্বাস্থ্য বিমার ক্যাশলেস পরিষেবাও মিলবে এই নতুন ভবনে। এসএসকেএমের বহির্বিভাগ বা জরুরি বিভাগে আসা যে কোনও রোগী ইচ্ছা প্রকাশ করলে উডবার্ন ২-এ ভর্তি হতে পারবেন।

তফসিলি জাতির শংসাপত্র জটিলতা মেটাতে বৈঠক, নয়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তফসিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে জটিলতা মেটাতে নয়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য তফসিলি উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, তফসিলি জাতির শংসাপত্র পেতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। মূলত বাবা, মায়ের শংসাপত্র না থাকায় আবেদনকারীরা বিপাকে পড়েন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সেই ক্ষেত্রে দু'জন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের শংসাপত্রের কপি জমা দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় আত্মীয়রা সহযোগিতা করেন না।

বৈঠকে সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর আবেদন জানান, একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের শংসাপত্র দিলেই যাতে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থা করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।

তফসিলি জাতির ভুয়ো শংসাপত্র রুখতে কড়া অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ১২০০-র বেশি ভুয়ো শংসাপত্র বাতিল হয়েছে বলে জানিয়েছেন অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। তবে ন্যায্য প্রাপকদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের ভুল আর যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

এছাড়া, তফসিলি জাতিভুক্তরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পান, তার জন্য আরও বেশি প্রচারে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিনের বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের গত ১৪ বছরের উদ্যোগগুলিও তুলে ধরেন।

পরে এক ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠনের পর থেকেই তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের উন্নয়নে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে যেখানে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকায়। এই সময়কালে প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষের বেশি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় এক কোটি শংসাপত্র তফসিলি জাতিভুক্তদের। আবেদন করার পর শংসাপত্র দেওয়ার সময়সীমাও ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।

মেটিয়াবুরুজের বাক্স তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের নূরানী বস্তি সংলগ্ন বাদামতলায় সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর আনুমানিক দুপুর সোয়া দুটো নাগাদ একটি বাক্স তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই সময় কারখানার শ্রমিকেরা প্রায় সকলেই টিফিন খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে ছিলেন। স্থানীয়রাই প্রথম আগুন দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। মহেশতলা পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা রৌশন আলি মণ্ডলের কথা অনুযায়ী ওই বাক্স তৈরির কারখানার শ্রমিকরা দুপুরের খাবারের জন্য বাইরে গিয়েছিল। তারা ফিরে এসেই আগুন দেখতে পায়। তবে তার আগে কারখানার পেছনে যারা থাকত তারাই দেখ তে পেয়েছে এই আগুন। সম্ভবত ইলেকট্রিক শট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে তাদের ধারনা।

ব্যারাকপুরে পরীক্ষা দিতে এসে জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত ২৩ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ভারতীয় সেনাবাহিনী গ্রুপ-সি বিভাগে সৈনিক 'ট্রেডসম্যান' নিয়োগের জন্য রবিবার ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করেছিল। অভিযোগ, পরীক্ষা চলাকালীন কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে ব্লু টুথ ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষায় বসতে দেখা যায়। পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ব্যারাকপুর থানার পুলিশ ২৩ জন পরীক্ষার্থীকে পাকড়াও করেছে। সেইসঙ্গে ব্লু টুথ ডিভাইসগুলো পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জন হরিয়ানা এবং দু'জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

বেআইনিভাবে শিক্ষিকার বদলি, ডিপিএসসির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক শিক্ষিকার বদলিকে বেআইনি বলল হাইকোর্ট। কারণ বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ডিপিএসসির অস্তিত্ব নেই। ডিপিএসসি-র অস্তিত্ব না থাকলে বদলির সিদ্ধান্ত কীভাবে, প্রশ্ন তুলে মামলা করেন পূর্ব মেদিনীপুর কসবা শীতলা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা নীলঞ্জনা মাইতি। আর এই মামলাতেই রাজ্য জুড়ে ডিপিএসসির অস্তিত্ব তৈরি হল বড় প্রশ্নচিহ্ন।

নীলাঞ্জনা মাইতি, পূর্ব মেদিনীপুরের একজন শিক্ষিকা। তাঁকে বদলি করা হয়েছিল অন্য একটি স্কুলে। তাঁর বদলির নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তাঁর হয়ে আদালতে মামলা লড়েন ফিরদৌস শামিম। কারণ সেই বদলির নির্দেশিকা ইস্যু করেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান। সেই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দেন। সেই বদলির নির্দেশিকাকে বাতিল করে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিপিএসসি-র সেক্রেটারি তিনি আবার আরেকটা বদলির নির্দেশিকা দেন। সেই নির্দেশিকাকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়।

এরই প্রেক্ষিতে ২০১৫ সাল থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-সহ রাজ্যের ডিপিএসসিতে (জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিষদ) চেয়ারম্যান থাকলেও সদস্য নেই। সেক্ষেত্রে কীভাবে বদলির প্রশ্ন তুলে মামলা হয়। তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের যুক্তি, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ৪৪ জন সদস্য মিলে সংগঠিত হয় ডিপিএসসি। কিন্তু ২০১৫ সালের পর কোথাও চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ছাড়া আর কেউ নেই। সঙ্গে এও জানান, চেয়ারম্যান হন রাজ্যের ইচ্ছের উপর। তাই বেআইনিভাবেই বদলি চলছে রাজ্যজুড়ে। এরপরই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন নীলাঞ্জনা তাঁর স্কুলেই থাকবেন। সঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ওই পূর্ব মেদিনীপুর ডিপিএসসি এখন নেই। অস্তিত্বই নেই।

এরই প্রেক্ষিতে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে জানান, 'ডিপিএসসি একটা কর্পোরেট বডি। তাতে ৪৪ জন সদস্য থাকে। তাতে বিধায়ক, জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, পুরসভার কাউন্সিলররা থাকেন। কিন্তু এখন এই বডিটাকে নষ্ট করে কেবলমাত্র একজন চেয়ারম্যানকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তাঁরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাসকদল ঘনিষ্ঠ। শাসকদলের শিক্ষক সেলের নেতা। বাংলায় বদলির বাজার তৈরি করেছে। এই ক্ষমতা একমাত্র ডিপিএসসি-র। কোনও চেয়ারম্যানের নয়। বদলি নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে। যদি ডিপিএসসি নির্দিষ্ট করে না বলে, কোনও বদলির নির্দেশই বৈধ নয়।'

মেট্রো নিরাপত্তায় কড়াকড়ি

■ দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে ছাত্র খুনের ঘটনায় যাত্রী সুরক্ষায় নড়েচড়ে বসেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শহরের প্রতিটি স্টেশনে বাড়তি নিরাপত্তা বল মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় ৮০০ আরপিএফ জওয়ান নতুন করে নিয়োগ পাবে। প্রবেশপথে লাগেজ স্ক্যানার ব্যবহারে কঠোর নজরদারি হবে এবং প্রতিটি স্টেশনে আরপিএফ টহল আরও বাড়ানো হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর দুপুরে দক্ষিণেশ্বরে ১৭ বছরের এক ছাত্রকে ছুরি মেরে খুন করে তারই এক সহপাঠী। ঘটনায় গোটা শহরে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে অস্ত্র নিয়ে অভিযুক্ত নির্দ্বিধায় স্টেশনে ঢুকে পড়ল। বহু জায়গায় স্ক্যানার অকেজো থাকা এবং ব্যাগ পরীক্ষা না হওয়াকে এই নিরাপত্তা ফাঁকির জন্য দায়ী করছেন যাত্রীরা। পুজোর মরশুম ঘনিয়ে আসায় মেট্রো রেলে ভিড় কয়েকগুণ বাড়ার আশঙ্কা। তাই কর্তৃপক্ষের দাবি, নতুন পদক্ষেপ যাত্রীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবে। পাশাপাশি প্রতিটি রেকে যাত্রী নিয়ন্ত্রণে বাড়তি কর্মী থাকবে এবং সিসিটিভি নজরদারি আরও ঘন হবে। মেট্রোর বক্তব্য, যাত্রী সুরক্ষাই এখন প্রধান অগ্রাধিকার।

ফের বিপর্যস্ত ব্লু লাইন

■ পুজোর মরশুমের শুরুতেই ফের ভোগান্তি ব্লু লাইনে। সোমবার দুপুর নাগাদ হঠাৎ নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে পয়েন্টের কেবলে আগুন লাগে। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় দক্ষিণেশ্বর, নোয়াপাড়া সেকশনের ট্রেন চলাচল। মেট্রো সূত্রে খবর, দ্রুত ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হয় মেরামতির কাজে। প্রায় আধঘণ্টা পর পরিষেবা আংশিকভাবে স্বাভাবিক হলেও যাত্রীদের সমস্যার অন্ত ছিল না। ট্রেন দেরিতে ছাড়ায় প্রতিটি স্টেশনে রেক দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। গাদাগাদি ভিড়ে যাত্রীদের ওঠানামা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছিল। মেট্রো কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ম্যানুয়াল সিগন্যালিংয়ে ট্রেন চালায়। যাত্রীদের অভিযোগ, কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ হওয়ার পর থেকেই প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ত্রুটি দেখা দিচ্ছে ব্লু লাইনে। ফলে অফিসযাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। তার উপর স্টেশনগুলির ডিজিটাল বোর্ড বন্ধ থাকায় ট্রেনের সময় জানা যাচ্ছে না। পুজোর আগে যাত্রী ভিড় আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা। যাত্রীদের দাবি, বারবার পরিষেবা ভেঙে পড়ায় কর্তৃপক্ষের দ্রুত স্থায়ী সমাধান খোঁজা উচিত। নইলে পুজোর সময়ে উত্তর, দক্ষিণ কলকাতার যাতায়াত একপ্রকার দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

অমিত মালব্যর তোপ

■ রাজ্যের নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবিকে একেবারে 'ফাঁপা' বলে আখ্যা দিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। সোমবার প্রকাশিত ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনারের অফিস প্রস্তুত সেম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসআরএস) রিপোর্ট ২০২৫-এর পরিসংখ্যান তুলে ধরে মালব্যর তোপ, 'এই রিপোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী ক্ষমতায়নের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে এবং তাঁকে লজ্জার আসনে বসিয়েছে।' তিনি জানান, রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে নাবালিকা বিবাহের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে। বাংলায় ৬.৩ শতাংস মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। গ্রামীণ বাংলায় হার ৫.৮ শতাংশ; যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এর পরে ঝাড়খণ্ড। আরও চমকে দেওয়া তথ্য; শহুরে বাংলায় নাবালিকা বিবাহের হার ৭.৬ শতাংশ, যা গ্রামাঞ্চলের চেয়েও বেশি। অমিত মালব্যর অভিযোগ, 'গত বছর মে মাসে প্রকাশিত রিপোর্টেও একই করুণ ছবি ছিল; গ্রামে ৬ শতাংশ এবং শহরে ৮.২ শতাংশ নাবালিকা বিবাহ হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ। চাকরি নেই, দারিদ্র্য বাড়ছে, নিরাপত্তা শূন্য; ফলে পরিবারগুলি মেয়েদের অকালবিবাহ দিতে বাধ্য হচ্ছে।' তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'তথাকথিত নারী ক্ষমতায়নের নেপথ্যে বাংলায় নাবালিকা

বিমানবন্দরে বৈষম্যের অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের

স্পিকারের কাছে প্রিভিলেজ নোটিসের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে প্রবেশের আগে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যাওয়ার জন্য নতুন করে শোরগোল শুরু হল। পুলিশের দাবি, প্রটোকল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি প্রবেশদ্বারের আগে থামাতে হয়। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর গাড়ি বিনা বাধায় বিমানবন্দরের ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করে; এমনই অভিযোগ তুললেন ডঃ মজুমদার।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা তো দেখেছেন মন্ত্রী সুজিতের গাড়ি ঠিক বিমানবন্দরের প্রবেশদ্বারের সামনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ আমাকে জানায়, এখানে 'ম্যাডামের' গাড়ি রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে সেই ম্যাডাম? তারা বলল, ডিসি।' তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন, 'আমি স্পিকারের কাছে প্রিভিলেজ নোটিস পাঠাচ্ছি। যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীর গাড়িও দাঁড়ানো উচিত নয়। তিনি কী বিশেষাধিকার পেয়েছেন? মন্ত্রীর মাথায় কি দু'টো শিং আছে? নিয়ম সবার জন্য সমান হতে হবে।'

ডঃ মজুমদার আরও বলেন, 'যদি আমার গাড়ি বাইরে থামানো হয়, তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীর গাড়িও বাইরে থামাতে হবে। আর যদি তাঁর গাড়ি ঢোকে, তাহলে আমারটিও ঢুকতে দিতে হবে। না হলে এটা প্রিভিলেজ লঙ্ঘনের সমান। আমি দিল্লি থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করব এবং এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।' এ প্রসঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে; রাজ্যের তৃণমূল মন্ত্রীদের জন্য এক ধরনের নিয়ম, আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জন্য আলাদা নিয়ম; এ কি ন্যায়সংগত?

কুমোরটুলি পার্কে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

'রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি লুট চলছে, দেবোত্তর সম্পত্তিও রেহাই পায়নি'

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর অভিযোগ, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ সম্পত্তি লুট হয়ে যাচ্ছে। এমনকী দেবোত্তর সম্পত্তিও রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন জেলায় এর তথ্য সংগ্রহ করছে। শীঘ্রই আমরা সব প্রমাণ প্রকাশ করব।

শমীক দাবি করেন, বিরোধী রাজনীতি করার সময় কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি সবাই একসুরে বলত; 'অতীতে আমরা যখন রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে স্লোগান দিতাম, ওয়াকফ লুটের সরকার, আর নেই দরকার। যদিও তৃণমূল ক্ষমতায় এসে নিজেরাই এখন সেই ওয়াকফ সম্পত্তি লুট করছে, বাদ যায়নি দেবত্ব সম্পত্তিও। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তৃণমূল নিজেরাই সম্পত্তি লুটের ব্যবসায় নেমেছে, এমনকী থানার সামনের ওয়াকফ সম্পত্তিও দখল হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক ভারত, পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, ভারত ম্যাচ জিতেছে। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমরা খেলাধুলায় রাজনীতি টানতে চাই না। কিন্তু আমাদের লড়াই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ ও মৌলবাদী জেহাদবাদের বিরুদ্ধে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে শমীক বলেন, এটি সম্পূর্ণ সরকারি বৈঠক ছিল। প্রায় আধঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আমি যা বলেছি বা তিনি যা বলেছেন, তা রাজনৈতিক সৌজন্যের অংশ, খেলার বিষয়ে নয়।

শিবির বদল, বাম নেতার যোগ কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পর ফের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করলেন সিপিআইএম থেকে বহিষ্কৃত নেতা তথা অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ বসু। সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদানও করেন। এদিন তিনি জানান, বামপন্থীরা যে কাজ মুখে বলেন, রাহুল গান্ধি তা রাস্তায় নেমে করে দেখাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন এসএফআই-এর অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন প্রসেনজিৎ বসু। তাঁকে সেই সময় অনেকেই এসএফআই-এর মুখ্য মস্তিষ্ক বলেই মনে করতেন।

মা ফ্লাইওভারে একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা চলন্ত গাড়ির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মা ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা। পর পর গাড়িতে ধাক্কা। তবে এই ঘটনায় সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে আচমকাই একটি গাড়ি পরপর তিনটি গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সায়েন্স সিটি থেকে পার্ক সার্কাসমুখী একটি গাড়ি বেপরোয়াভাবে আসছিল। দ্রুত গতিতে এসে ওই গাড়ি পরপর তিনটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় ২টি গাড়ি। মা উড়ালপুলে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে গতি নির্ধারিত করা আছে। ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার বেশি গতি তোলা যায় না। এদিকে অভিযোগ, এদিন যে গাড়িটি বাকিদের ধাক্কা মারে, তার গতি অন্তত ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার ছিল। এদিকে সে সময়ে মা ব্রিজে গাড়ির চাপও ছিল অনেকটাই বেশি। পুলিশ মোতায়েন থাকার পরেও কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে মহারাজ, হাত মেলালেন মিস্ত্রার সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মিস্ত্রা এবং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড বাজারে আনে; এর নাম 'সৌরাগ্য'। এই ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও কারুকাজকে আধুনিক ডিজাইনের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে সমসাময়িক প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করা। 'সৌরাগ্য'-এর মূল দর্শন দাঁড়িয়ে আছে সৌরভের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিকড়ের প্রতি ভালোবাসার ওপর। তিনি নিজে জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ তাঁর সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন এবং একই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের কাছে ট্রেন্ডি। 'সৌরাগ্য'-এর প্রথম কালেকশনে প্রায় ১০০টি স্টাইল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে বোনা জামদানি, শাড়ি, জামদানি বুটিক, হ্যান্ডলুমের

কারুকাজ-সহ বাংলার সমৃদ্ধ তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে একাধিক ডিজাইন।

মিমির পর আজ অঙ্কুশকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ ইডি দপ্তরে তলব করা হল অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে। ইডি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দিল্লিতে ইডি সদর দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাঁকে এই তলব অনলাইন বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে। প্রসঙ্গত, ভারত সরকার সমস্ত রকমের বেটিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে। এটাও ভারত সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা এই প্রমোশন, আর যাঁরা এই অ্যাসোসিয়েশনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। বাংলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মিমি ও অঙ্কুশ তাঁরা প্রত্যেকেই এই অ্যাপের অ্যাড করেছিলেন। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১ টা থেকে মিমিকে জেরা করা হয়। এরপর অঙ্কুশকে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ডাকা হয়েছে। অঙ্কুশ ছাড়াও বলিউডের অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকে তলব করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ান দুই বিখ্যাত ক্রিকেটারকেও তলব করা হয়েছিল। গত মাসেই তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। সূত্রের খবর, রায়নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, অ্যাপের মালিকরা কীভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, অর্থ প্রদানের পদ্ধতি কী ছিল, এবং কর সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল। শিখর ধাওয়ানকেও একই মামলায় দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, এই সংস্থার তরফ থেকে যাঁরা যাঁরা টাকা পেয়েছেন, কোন কোন অফিসার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এই প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিতর্কিত বেটিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে যুক্ত থাকতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাঁদের এই সংযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং আইন লঙ্ঘনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

পুজোর আগে শহরজুড়ে নিরাপত্তার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের। নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা সম্প্রতি মাসিক ক্রাইম বৈঠকে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পুজোর সময় শহরে মানুষের ভিড় বাড়ে, আর সেই সুযোগ নিয়ে অপরাধ চক্রগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই প্রতিটি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে বিশেষ সতর্ক থাকার পাশাপাশি নিজস্ব এলাকায় নিরাপত্তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিটি থানার ওসি তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে, সেগুলি কার্যকর অবস্থায় রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার। সমস্ত রিপোর্ট দ্রুত লালবাজারে পাঠানোর কথাও স্পষ্টভাবে জানান নগরপাল। কারণ, পুজোর ভিড় সামাল দেওয়া যেমন পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জ, তেমনই নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান দায়িত্ব। তাই এবছর পুজোর আগেই শহরজুড়ে

নিরাপত্তার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে লালবাজার। এখানেই শেষ নয়, একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আওতাধীন 'ওয়াচ সেকশন' থেকে শুরু করে গুন্ডা দমন শাখা ও র‍্যাফের মহিলা ব্যাটেলিয়ানকে সদা প্রস্তুত থাকার। পাশাপাশি রাতে ও ভোরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও ভিড় জমা হওয়া এলাকায় টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের মতে, এই সময়েই বেশিরভাগ অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আগে শহরে ছিনতাই, ডাকাতি ও চুরির মতো অপরাধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে । পুলিশ সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক এলাকায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের উপর হামলা এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ঘটে পার্ক সার্কাস এলাকায়।

নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা সর্বশেষ মাসিক ক্রাইম বৈঠকে স্পষ্ট করে এও জানিয়ে দেন, পুজোর সময়ে অপরাধ দমনে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি থানাকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত সমাধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাড়তি পুলিশ মোতায়েন, মোবাইল ভ্যান টহল এবং গোয়েন্দাদের গোপন নজরদারি চালিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশের আশা, কড়া নজরদারি এবং বাড়তি টহলদারি ব্যবস্থা অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা নেবে।

তুলির আঁচড়ে লেখা উৎসবের গন্ধ, ডিজিটালের ঝলকে হারিয়ে যাচ্ছে রঙিন দিনগুলি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

'কোথায় সেই রাতভর তুলি-নাচানো হাত,
যেখানে উৎসবের ডাক শোনা যেত রঙের গন্ধে?'

একটা সময় ছিল; শরতের বাতাসে পুজোর খবর প্রথম আসত কাপড়ের গন্ধে। পাড়ার মোড়ে, গলির মাথায়, মাঠের ধারে টাঙানো হত রঙিন হাতের লেখা ব্যানার। লাল, নীল, সাদা রঙে ঝলমল করত নাম, স্লোগান, কবিতা। শিল্পীরা রাতভর জেগে তুলিতে আঁকতেন দেবীর আগমনের ডাক। রং শুকোতে শুকোতে ভোর হত, গলির ছেলে-বুড়ো ভিড় করত শিল্পীর ঘরে; কে কেমন আঁকছেন, কোন লাইনে কোন ছড়া উঠবে।

সেই ব্যানার ওঠার মুহূর্তেই বুঝতাম, পুজো এসে গেছে। বাতাসে ভেসে আসত ঢাকের আওয়াজ। তুলির টান, কাপড়ের গন্ধ মিশে যেত শরতের শিউলি আর কাশফুলে।

পুজো উদ্যোক্তারা রাতদিন ঘুরে বেড়াতেন শিল্পীদের ঘরে; বড় ব্যানার, ছোট ব্যানার, কোন রঙে নাম ফুটবে; সব ঠিক হত তুমুল আলোচনায়।

এখন সময় বদলেছে। প্রযুক্তির ঝলকে হাতে লেখা ব্যানারের কদর প্রায় শূন্য। ডিজিটালের দ্রুততায় কয়েক ঘণ্টায় তৈরি হচ্ছে ঝকঝকে ফ্লেক্স। রঙিন, নিখুঁত, কিন্তু কোথাও যেন প্রাণ নেই।

শিল্পী বিশ্বজিৎ দেড়িয়া বলেন, আগে পুজোর মরশুম মানেই আমাদের ঘরে ঢুকতে জায়গা থাকত না। রাতভর আঁকতাম, সকালে শুকোত ব্যানার। এখন কেউ আর ডাকে না। পুজো এলে আনন্দের চেয়ে খালি লাগে। ডিজিটাল ব্যবসায়ী সুব্রত মান্না বলেন, ডিজিটালে কাজ সহজ, সস্তা, আকর্ষণীয়। উদ্যোক্তারা তাই ডিজিটালের দিকেই ঝুঁকছেন।

শরতের আকাশে আজও তুলোর মতো মেঘ ভেসে ওঠে, কাশফুলে ভরে যায় মাঠ। কিন্তু আর ভেসে আসে না সেই কাপড়ের গন্ধ, আর দেখা যায় না তুলির নাচ। একসময়ের আঁকা অক্ষরের ইতিহাস আজ নিভু নিভু প্রদীপ; যেন একদিন নিভে যাবে চিরতরে।

EKDIN 16.09.2025 PAGE 4_Layout 1 9/15/2025 3:57 PM Page 1

সম্পাদকীয়

এসআইআর কতটা প্রয়োজন বুঝিয়ে দিচ্ছে সীমান্তবর্তী বাংলার ৪ জেলা

এ রাজ্যে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর প্রয়োজনীয়তা কতটা সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে সীমান্তবর্তী চার জেলা। দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মালদা। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, চলতি বছরের মার্চ থেকে মে, এই তিন মাসে কমিশনের দফতরে জমা পড়েছে নতুন ভোটারের বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র। এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপের জেরে সাধারণ ভোটারদের মনে একাধিক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আশঙ্কায় ৬ ও ৮ নং ফর্ম জমার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল, এত ভূরি ভূরি আবেদন জমা পড়লেও সঠিক নথির অভাবে আবেদন বাতিলও হচ্ছে ভূরি ভূরি। ওই তিন মাসে নতুন ভোটারের আবেদনের ৫০ শতাংশের বেশি বাতিল করেছে কমিশন। মোট ২ লক্ষ ৩৩ হাজার আবেদন জমা পড়ে। তার থেকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার আবেদন বাতিল করে কমিশন। আবেদন বেশি এসেছে সীমান্তবর্তী ওই চার জেলা থেকে। এর মধ্যে কেবল মুর্শিদাবাদ থেকেই ৩০ হাজার আবেদন বাতিল হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা থেকে যথাক্রমে ২০ ও ২৫ হাজার আবেদন বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে কমিশনের সাফ কথা। ফর্মে কয়েকটি নথি চাওয়া হয়েছে। সেই সব অবশ্যই দিতে হবে। না থাকলে সেই আবেদন বাতিল করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেখা যেত, অনলাইনে ভোটার কার্ড আবেদন করলে, কার্ড বাড়ি পৌঁছে যেত। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি আবেদন পিছু হিয়ারিং করা হচ্ছে। তারপরই মিলছে কার্ড। কারণ, যে কোনও মূল্যে ভুয়ো ভোটার ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে মরিয়া কমিশন। তাই হিয়ারিং করা হচ্ছে ধরে ধরে। হিয়ারিংয়ে দুপক্ষের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। কমিশনের কাছে এমন এক লক্ষ আবেদন পড়ে রয়েছে, যেগুলির হেয়ারিং করাই নাকি সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, রাজ্যে এত সংখ্যক মানুষ বাস করছেন, অথচ তাঁরা ভোটার নয়, তাহলে এরা কারা? কোথা থেকে এল, প্রশাসন কি এসব জানে? সন্দেহটা এখানেই জাগছে? এসআইআরে কেন আপত্তি, সেটাও কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

শব্দবাণ-৩৯০

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শূন্য ৩. মাতামহী ৫. সেনানিবাস ৬. মহাদেব ৭. অদ্ভুত ৯. প্রশ্ন ১১. বিন্দুমাত্র ১২. প্রধান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অস্পষ্ট ২. গৃধ্র ৩. ঠাট্টাতামাশা ৪. মর্দন ৭. শ্রীবৃদ্ধি ৮. হুঁশ ৯. তর্কাতর্কি ১০. শক্ত নয়।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৯

পাশাপাশি: ২. অনুশীলন ৩. ধারাবর্ণনা ৬. খাসনবিশ ৭. আগরবাতি।

উপর-নীচ: ১. পরানসখা ২. অনুধাবন ৪. বংশগতি ৫. নানারকম।

জন্মদিন

আজকের দিন

পি চিদাম্বরম

১৯১৪ ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের জন্মদিন।
১৯১৬ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষ্মীর জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি এস চিদাম্বরমের জন্মদিন।

দেশভাগকে পিছনে ফেলে ইছামতীর সঙ্গে এগিয়ে চলেন বিভূতিভূষণ

স্বপনকুমার মণ্ডল

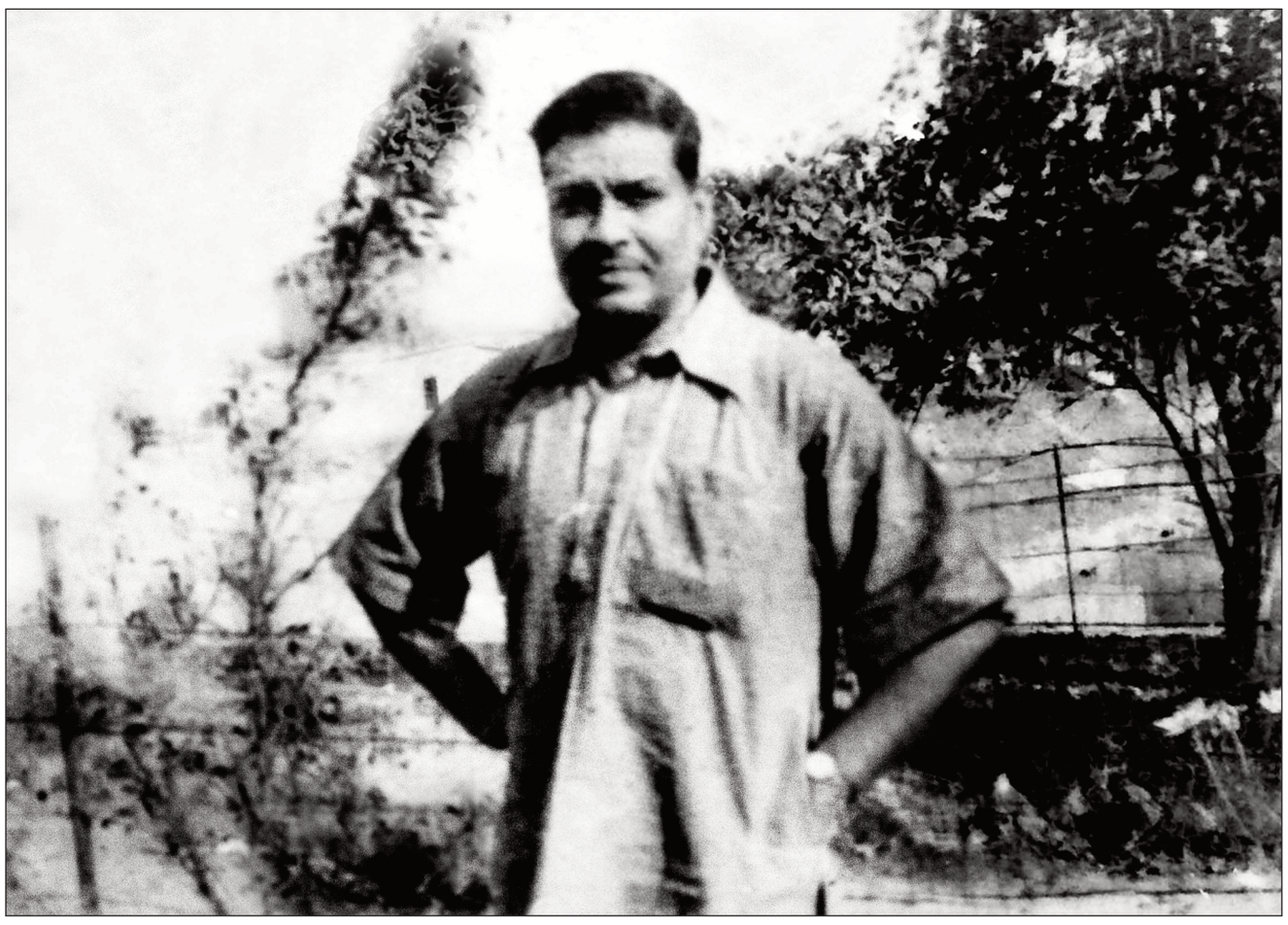

সাহিত্যে সাহিত্যিকের লেখকসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা বিজড়িত। সেদিক থেকে লেখার ছায়ায় ব্যক্তিত্বের কায়া অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সেই কায়াটি মূর্ত হয়ে ওঠাটা যেমন শিল্পসার্থকতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তেমনই সেই ছায়ায় কৃত্রিমতার আড়ম্বরে শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা দুরূহ মনে হয়। সাহিত্যের সৃজনবিশ্বে সেই কৃত্রিমতার মোহ পরিত্যাগ করা খুবই দুরূহ। অধিকারসচেতনতাও অনেক সময় আত্মসচেতনতার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। একমাত্র মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা সম্ভব হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'কার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.০৯.১৮৯৪- ০১.১১.১৯৫০) যেভাবে তাঁর সাহিত্যের পথটিকে শেষ পর্যন্ত সবুজ সজীবতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাতে তাঁকে শুধু মহৎ সাহিত্যিকই মনে হয় না, মহান সাধকও মনে হবে। আসলে যে-পথে তিনি যেভাবে তাঁর সহজ অধিকারে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাতে সেই ভাবধারাতেই আজীবন সংহত ও সংযত চরিত্রপ্রকৃতির সবুজায়নের প্রতি ব্রতী ছিলেন। অথচ তাঁর অনাড়ম্বর জীবনের পরতে পরতে বৈচিত্রের পরশকে তিনি যেভাবে বৈচিত্রাস্বাদী সাহিত্যের মাধ্যমে বিকশিত করেছেন, তাতেই তাঁর স্বকীয় প্রতিভার বহুমুখী চলনের সহজতা স্বপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির রূপসুধায় প্রাণিত 'পথের পাঁচালী'কার যেমন 'অপরাজিত' (১৯৩২) থেকে 'আরণ্যক'(১৯৩৯)-এ আশ্রয় নিয়েছেন, শেষজীবনে 'ইছামতী'(১৯৫০)তে অবগাহন করেছেন, তেমনই তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় ফিরে 'দৃষ্টি-প্রদীপ (১৯৩৫) লাভ করে 'দেবযান' (১৩৫১)-এর সওয়ারি হয়েছেন। আবার সেই বিভূতিভূষণই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০)-এর হদিশ দিয়েছেন, 'বিপিনের সংসার (১৯৪১)-এ প্রবেশ করিয়েছেন, মন্বন্তরের 'অশনি সংকেত' (১৩৬৬) শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কল্পনাশক্তির বিস্তার ও সৃষ্টিনৈপুণ্য কতদূর সুদূরপ্রসারী ছিল, তা চাঁদের পাহাড়' (১৩৪৪)-এ-ই প্রতীয়মান। অথচ তারপরেও বিভূতিভূষণ বাঙালি হিসাবে দেশভাগের মাশুলে স্বাধীনতার সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বরচিত সাহিত্যে তার পরিচয় সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন, ভাবা যায়! অথচ দেশভাগের শিকার না হলেও তিনি তাঁর সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং। শুধু তাই নয়, ছেচল্লিশের দাঙ্গার ভয়াবহ টাটকা অভিজ্ঞতাও যেমন তাঁর সঞ্চয়ে ছিল, তেমনই সাতচল্লিশের দেশভাগের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার অস্থিরতাও তাঁকে বিচলিত করেছিল। অন্যদিকে খণ্ডিত স্বাধীনতার দ্বিখণ্ডিত আত্মসংকট বাঙালিমানসে নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের মতো সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথচ সেখানেও তাঁর স্বকীয় শিল্পীসত্তার সংযমী প্রকৃতি তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। অবশ্য তাঁর সাধারণ চরিত্রপ্রকৃতিতে দেশভাগের ক্ষত কখনওই স্থায়ী হয়নি। শুধু তাই নয়, সে নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনায় তাঁকে অতি সাধারণ বাঙালি বলেই মনে হবে। সেই সাধারণ ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁর অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা আমাদের সচকিত করে তোলে। এজন্য প্রথনে দেশভাগ প্রসঙ্গে তাঁর মানসিকতার পরিচয়টি আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

বিভূতিভূষণের মনেও দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। তখন তাঁর একদিকে পৈতৃক বাড়ি বনগাঁর বারাকপুর, অন্যদিকে শখ করে কেনা ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জ, দু'জায়গাতেই বাসের আবাস। এজন্য তাঁর মনের জোরও ছিল। সেই অস্থির পরিসরেও তাঁর মনে সেভাবে আতঙ্ক গ্রাস করেনি। ১৯৪৭-এর ২৫ জুন ছোটভাই নুটুবিহারীকে লেখা চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিয়েছেন 'নতুন বঙ্গভাগ হয়ে গেল। ভালই হল। বাঙালী হিন্দুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের ভয় নেই, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, দু'জায়গাতে বাড়ী আছে। পাকিস্তানী শাসনের নমুনা দেখি কিরকম দাঁড়ায়।' অবশ্য তারপরেও তাঁর মধ্যে ছাপোষা বাঙালিসুলভ দুশ্চিন্তা ছিল। এজন্য সেই সময় তিনি ব্যারাকপুরে শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াতের অবকাশে শ্বশুরের সঙ্গে শ্যামনগর, আগরপাড়া, বেলঘরিয়া, আলমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাড়ির জমি খুঁজে বেরিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাঙালিমানসের অস্থিরতার প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তার মাসখানেক আগে ১০ জুলাই-এ বিভূতিভূষণ বারাকপুর থেকে ভাইকে তার অনিশ্চিত আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন 'এদিকে পাকিস্তানীয় সমস্যার মধ্যে বাস করতে পারা যাবে কি না কি জানি ?... পাকিস্তানীয় গোলমাল না মিটলে এখন কোথাও অবস্থানের স্থিরতা দেখচিনে। এখানে থাকা যাবে কি না ১৫ই আগস্টের পর বোঝা যাবে।' অন্যদিকে সে-সময় দেশভাগের আতঙ্ক বাঙালিমানসে যে নিবিড় হয়ে উঠেছিল এবং তাঁকেও তা প্রভাবিত করেছিল, সে-কথাও তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। ১৭ জুলাই-এ লেখা চিঠিতে তিনি নুটুবিহারীকে সে-সম্বন্ধে লিখেছেন 'এখানে boundary commission নিয়ে কি হয় জানি না। মেয়েদের সরিয়ে দিলাম। Savings bank account ঘাটশিলায় transfer করেছি। পাকিস্তানের সবাই তাই করছে। ডাকঘর থেকে লোকে হাজার হাজার টাকা রোজ ওঠাচ্ছে।' বিভূতিভূষণের আশঙ্কা ১৫ আগস্টে নিঃস্ব হয়ে গেল। তাঁর বনগাঁ ভারতেই রইল। শুধু তাই নয়, কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবোধে তাঁর স্বস্তিবোধে প্রশান্তির ছায়া নিবিড়তা লাভ করে। আর তাই কলকাতায় স্বাধীনতা দিবস পালনের কথা ঘাটশিলায় নুটুবিহারীকে জানাতেও ভোলেননি। ২১ আগস্টে তিনি জানিয়েছেন '১৫ই আগস্ট কি অপূর্ব উৎসবই দেখলুম কলকাতায়। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের আলিঙ্গণের দৃশ্য অতি প্রাণস্পর্শী। কলাবাগান ও রাজাবাজার অঞ্চলে ঢুকিয়া মেয়েরা পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের আলিঙ্গন করিয়াছে। নাখোদা মসজিদে হিন্দু হাজারে হাজারে গিয়াছে। মুসলমানেরা গোলাপ জল ও আতর দিয়াছে, সন্দেশ ও সিগারেট খাওয়াইতেছে---সে এক অভিনব দৃশ্য। আমি গান্ধীজির ওখানে ৩ ঘন্টা ছিলাম শনিবার। সোরাবর্দী ওসমান প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হোল। আর সে সোরাবর্দীই নেই। রাজপথে হিন্দু মুসলমানেরা আলিঙ্গন করছে। আমি বহু মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছি। তোমরা ওখানে করো।' সেইসঙ্গে বিভূতিভূষণ ভাইকে সুখের কথাও শুনিয়েছেন

বিভূতিভূষণের মনেও দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। তখন তাঁর একদিকে পৈতৃক বাড়ি বনগাঁর বারাকপুর, অন্যদিকে শখ করে কেনা ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জ, দু'জায়গাতেই বাসের আবাস। এজন্য তাঁর মনের জোরও ছিল। সেই অস্থির পরিসরেও তাঁর মনে সেভাবে আতঙ্ক গ্রাস করেনি। ১৯৪৭-এর ২৫ জুন ছোটভাই নুটুবিহারীকে লেখা চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিয়েছেন 'নতুন বঙ্গভাগ হয়ে গেল। ভালই হল। বাঙালী হিন্দুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের ভয় নেই, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, দু'জায়গাতে বাড়ী আছে। পাকিস্তানী শাসনের নমুনা দেখি কিরকম দাঁড়ায়।' অবশ্য তারপরেও তাঁর মধ্যে ছাপোষা বাঙালিসুলভ দুশ্চিন্তা ছিল। এজন্য সেই সময় তিনি ব্যারাকপুরে শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াতের অবকাশে শ্বশুরের সঙ্গে শ্যামনগর, আগরপাড়া, বেলঘরিয়া, আলমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাড়ির জমি খুঁজে বেরিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাঙালিমানসের অস্থিরতার প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

'শুনে সুখী হবে। বনগ্রাম ও গাইঘাটা থানা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। জয় হিন্দু।' স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে ছেচল্লিশের যে-রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধ্বংসকামী স্মৃতিচিত্র তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল, স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরে তাও আর রইল না। অবশ্য এই না-থাকাটা বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বস্তিদায়কই ছিল না, সেইসঙ্গে তাঁর ইতিবাচক মনোভাবে সম্প্রীতির পরশ প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছিল। এজন্য তিনি সেকথা শুধু বলেই থেমে থাকেননি, ভাইকেও পালন করতে বলেছেন। অন্যদিকে ওপার বাংলার যে-হিন্দুদের দুর্দশার কথা তাঁর মনে দেশভাগের সমর্থন জাগিয়ে তুলেছিল, পরে তাদের ছিন্নমূল করুণ পরিণতি নিয়েও তাঁকে ভাবিত হতে দেখা যায় না। স্বাধীনতা-উত্তর এপার বাংলার সম্প্রীতিবোধেই তিনি যেভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে ওপার বাংলার সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিধ্বংসী মর্মান্তিক বিচ্ছেদের প্রতি সক্রিয় হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক ছিল না। প্রথমত, বিভূতিভূষণ দেশভাগের শিকার হননি। দ্বিতীয়ত, দেশভাগের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যেই তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশভাগের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে তাঁর সংযোগ তাঁকে যেমন উন্মনা করে তোলেনি, তেমনই তাতে উন্মাদনায় সক্রিয় রাখেনি। সেক্ষেত্রে শিল্পী যেমন শিল্পে, সাহিত্যিক তার সাহিত্যে মুক্তিতে সার্থকতা খুঁজে ফেরে, বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে সেভাবে উন্মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর সতেজ মানসিকতায় দেশভাগের ক্ষরণ স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরের শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তিনি অত্যন্ত সাধারণ গোছের নিরীহ বাঙালিমাত্র। অথচ দেশভাগের মতো সংবেদী বিষয়কে নিয়ে অনায়াসেই তিনি ক্ষতবিক্ষত বাঙালিমানসে জায়গা করে নিতে পারতেন। সে-শক্তি তাঁর লেখনীর আয়ত্বে রইলেও সেই জনপ্রিয় পথে তিনি সামিল হননি। কেননা সেখানেই তাঁর অসাধারণ সংযমী সাহিত্যিক মনীষার পরিচয় নিহিত রয়েছে।

আসলে বিভূতিভূষণ তাঁর স্বকীয় মনোভূমির ফসলের প্রতিই সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা বা রাজনৈতিক সমাধান তাঁকে কখনই বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর নিজস্ব সাহিত্যদর্শনই তাঁকে আবৃত করে রেখেছিল। এজন্য তাঁর সাহিত্যে যেমন দেশ-কাল-সমাজের ভিতে কোনোরকম আদর্শায়িত মতবাদপুষ্ট দিশার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রকট হয়ে ওঠে না, তেমনই তাতে কৃত্রিমতাবোধে জনপ্রিয়তার সহজলভ্য দিগ্‌দর্শনে দিকভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। সেদিক থেকে তাঁর মতাদর্শ অনেকটাই কি জীবনানন্দ দাশের মতো। কবি তাঁর 'কেন লিখি'তে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ ক'রে দিতে না পেরে জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার ক'রে যে জীবন নিয়েই কবিতা যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত ক'রে চলেছে তা হ'লে সে ধারণা ঠিক হবে না। কবিতার

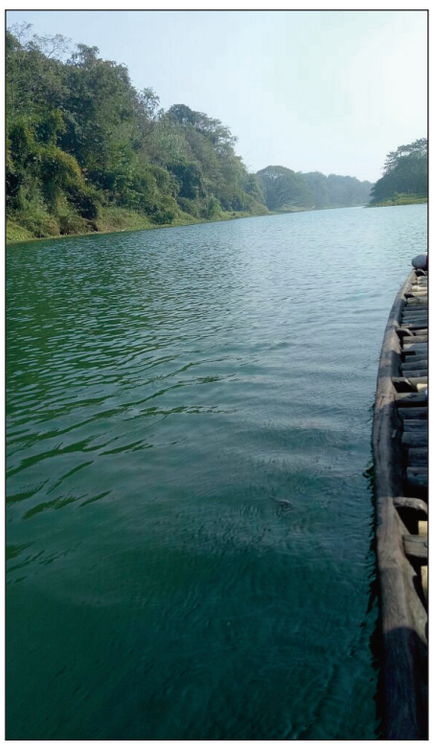

ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণমানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে ... অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তর ভাবে গ্লানিহীন ক'রে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।' এই 'বিশুদ্ধ'তার কথা বিভূতিভূষণ অন্যভাবে শুনিয়েছেন। ১৯৪৫-এর ১৫ এপ্রিল জয়নগর মজিলপুরের সভায় দেবকুমার গুপ্তের কথায় মানিক-তারাশঙ্করের মতো বিভূতিভূষণের প্রতিও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সাহিত্যে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়ার আহ্বান প্রকট হয়ে ওঠে। এতে বিভূতিভূষণ অকপটে জানিয়ে দেন 'সাহিত্যিক ত অঙ্কের মাস্টার নন। তাঁর কাজ বাস্তব সমস্যাকে তীব্র, মর্মস্পর্শী করে ফুটিয়ে তোলা। সেই সৃষ্টির আবেদন এমন হবে যে, পাঠক সচেতন হয়ে উঠবে এবং সমাধানের পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টায় তৎপর হবে। খাঁটি সাহিত্যের ধর্ম অপরের মনে রেখাপাত করা। সমাধানের ধরাবাঁধা ফর্মুলা শিল্পীর হাতে আছে বলে আমার ধারণা নেই। যাঁদের আছে তাঁরা করুন না।' আর সেই 'রেখাপাত'-এর জন্য প্রয়োজন গভীর পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ। এজন্য গোপাল হালদারকে ('পথের পাঁচালী', 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) ১৯৩০-এর লবণ আন্দোলনের উন্মাদনার পরিসরে বিভূতিভূষণ রাজনীতির উত্তেজনা তাঁকে কেন স্পর্শ করে না তার উত্তরে জানিয়েছেন 'ওসব আমাদের কিছু নয়। আমরা সাহিত্যিক; আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি। রাজনীতি তো তার উপরকার ভাসা-ভাসা জিনিস মাত্র।' শুধু রাজনীতিই নয়, যে-কোনো বিষয়ই কৃত্রিমতার পরিসরে সাহিত্যাবেদন গড়ে তুলতে পারে না বলে বিভূতিভূষণের বিশ্বাস আজীবন অটুট ছিল। ১৯৪৩-এর ১ নভেম্বর চাইবাসার রবীন্দ্রস্মৃতিভবনের সভায় সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের কথার চাহিদা প্রসঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রত্যুত্তরে তিনি তার কল্পনামিশ্রিত 'শ্রমিক সাহিত্য' রচনা করে তাতে জনগণের 'বাহবা' মিললেও 'বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা' করাটা 'বিবেকবান লেখক'-এর পক্ষে অসমীচীন বলে জানিয়ে দেন। এজন্য তাঁর স্পষ্ট অভিমত 'তিনি তখনই লিখবেন যখন তাঁর মনে সেই ভাবনার উদ্রেকের জন্য বিষয়টির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন মৌলিক। ভাড়া করা সাহিত্যের সুন্দর চেহারা হতে পারে কিন্তু তাতে আত্মার অধিষ্ঠান সম্ভব নয়।' সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ দেশভাগের সঙ্গে 'অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন'কে 'মৌলিক'তায় উন্নীত করতে না পারায় তাঁর সাহিত্যে তা ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সেই ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যদিশায় ব্যক্তিগত জীবনের সাধারণ ভিতে অসাধারণ বিভূতিকে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। আসলে তিনি যে বিভূতিভূষণ । ইতিমধ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাসদুয়েকের মাথায় (১৫ অক্টোবর) তাঁর বাবলু তথা 'কাজল'-এর আবির্ভাব তাঁকে নতুন করে প্রাণিত করে। আর তাই দেশভাগ তাঁর পেছনে পড়ে থাকে, 'ইছামতী' তাঁকে আপন করে নেয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালের ভোট যত এগিয়ে আসছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। রবিবার রাতের অন্ধকারে ফের রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খানাকুলের রাজিতবাটী এলাকা। বিজেপির দুই কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের তীর উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। যদিও শাসকদল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বিজেপি কর্মী গোকুল চক্রবর্তী ও সঞ্জয় নাগা। সেই সময় অতর্কিতে কিছু দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। বিজেপির অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তৃণমূল আশ্রিত। তারা বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয়রা পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করেন এবং ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক। প্রথমে দু'জনকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনা প্রসঙ্গে খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, 'আমাদের দুই কর্মী চিংড়া অঞ্চল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসে একদল হার্মাদ রাতের অন্ধকারে বন্দুক নিয়ে এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে দু'জন কার্যকর্তার ওপরে হামলা চালায়। আমরা পুলিশকে বলেছি, যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয় বিজেপির কার্যকর্তারা খানাকুলের বুকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে হিসেব বুঝে নেবে।' অন্যদিকে তৃণমূলের খানাকুল ২ নং ব্লকের সভাপতি রমেন প্রামাণিক সাংবাদিকদের জানান, 'রবিবার রাতের যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কারণ ওখানে বিজেপি এখন যারা করছে তারা সিপিএমের নম্বর ওয়ান হার্মাদ ছিল। এই ঘটনাকে তৃণমূলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' সোমবার জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা এবং পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন। পাশে থাকার বার্তা দেন। সবমিলিয়ে বিধানসভা ভোট আসার আগে এই ধরনের সংঘর্ষ এলাকায় অশান্তি আরও বাড়াতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

শিক্ষিকার বদলি আটকাতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রিয় শিক্ষিকার বদলি আটকাতে মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে প্লেকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাল পড়ুয়ারা। সোমবার সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন অভিভাবকরাও। পড়ুয়া ও অভিভাবকরা গেটের সামনে স্লোগান দেন সোমা মাহাতো ম্যাডামকে বদলি করা চলবে না। ওই শিক্ষিকার বদলির নির্দেশ স্কুলে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। বহু বছর ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন সোমা দিদিমণি। খুদে পড়ুয়াদের কাছে তিনি যেমন প্রিয়, তেমনই অভিভাবকরাও তার ওপর আস্থা রাখেন। পড়ুয়াদের দাবি, 'সোমা ম্যাডাম আমাদের খুব ভালো পড়ান, আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমরা চাই তিনি এখানেই থাকুন।' সকালে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে পৌঁছাতেই অভিভাবক ও পড়ুয়ারা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় পঠন-পাঠন। অভিভাবকদের একাংশের হুঁশিয়ারি, 'মোহনপুর থেকে সোমা মাহাতোকে অন্য কোথাও বদলি করা যাবে না। বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো।' বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সোমা মাহাতো দীর্ঘদিন ধরে এখানে কর্মরত। স্থানীয় মানুষের দাবি, তিনি শুধুমাত্র শিক্ষক নন, বাচ্চাদের সার্বিক উন্নতির কথাও ভাবেন। ফলে এই বদলি তারা মানতে নারাজ।

উত্তপ্ত হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে ধুন্ধুমারকাণ্ড বাগদার হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের মারে মাথা ফাটলো শিক্ষকের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ের-সহ প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক নাকি একাধিক ছাত্রীকে অশালীন কথা বলেছেন এবং বাজে ইঙ্গিত করেছেন। সোমবার এই অভিযোগ তুলে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে স্কুলের মধ্যে। পরবর্তীতে বাগদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুল থেকে শিক্ষককে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের হাত থেকে শিক্ষককে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায় ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মারে মাথা ফাটে শিক্ষকের। পরবর্তীতে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বাগদা থানার সামনেও বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষক বিজয় কুমার বিশ্বাস। তাঁর দাবি, তিনি সহ প্রধান শিক্ষক হওয়ায় অনেক শিক্ষকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এই অভিযোগ করিয়েছেন। দীর্ঘ সময় পর পুলিশে আশ্বাসে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ অবরোধ তুলে নেয়।

বন্ধকি কারবারের আড়ালে চোরাই মোটরবাইক পাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মোটরবাইক রেখে টাকা ধার দিতেন। পুলিশ তদন্তে নামতেই পর্দাফাঁস বৃদ্ধের 'কীর্তি'। জানা গিয়েছে, বন্ধকি কারবারের আড়ালে চোরাই মোটরবাইক পাচার করতেন ওই বৃদ্ধ। শেষে গ্রেপ্তার।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বৃদ্ধের নাম চাঁদ বাবু। তাঁর বাড়ি থেকে চোরাই বাইক-সহ বেশকিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি হুগলির চণ্ডীতলার। চণ্ডীতলার এসডিপিও তমাল সরকার বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে চণ্ডীতলার গরলগাছা বরিজহাটিতে চাঁদ বাবুর বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেই বাড়ি থেকে ৮টি বাইক, একটি টোটো, ১২ গ্রাম সোনার গয়না, ১৮৫ গ্রাম রুপোর গয়না, ৬টি মোবাইল ফোন ও নগদ ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এইসব জিনিসের বৈধ কোনও কাগজ দেখাতে পারেননি বৃদ্ধ। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, এই সব চোরাই জিনিস বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন তিনি। পরে সেই জিনিস অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হত। এদিন অভিযুক্তকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই কারবারে আর কাদের যোগ আছে, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে এসডিপিও জানান। পুলিশ ওই আধিকারিক বলেন, এ ধরনের বেআইনি কাজ যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। এদিকে, উদ্ধার হওয়া বাইক, গয়না ও অন্যান্য জিনিস কাদের, পুলিশ তার খোঁজ শুরু করেছে।

মামা খুনে ভাগ্নে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাছ ধরা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে ভাগ্নের হাতে মামা খুন। গ্রেপ্তার ভাগ্নে জিৎ মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মামা তুফান মণ্ডল (২৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া এলাকায়। অভিযোগ, রবিবার রাতে তেঘরিয়া এলাকায় রাস্তা দিয়ে তুফান মণ্ডল বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁকে রাতের অন্ধকারে পিছন থেকে ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে তাঁর ভাগ্নে জিৎ মণ্ডল। রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়েন তুফান। এরপর জিৎ ইঁট দিয়ে মামার মাথায় পরপর আঘাত করে। তুফানের মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে নিথর দেহ রাস্তায় ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পথচলতি মানুষ তুফানকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই বসিরহাট থানার পুলিশ তদন্তে জিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তের বাবা রাজু মণ্ডল জানান, রবিবার সকালে মামা ও ভাগ্নের মধ্যে মাছ ধরার ছিপ নিয়ে গন্ডগোল হয়। আবার ঠিকও হয়ে যায়। তবে তা এত দূর গড়ালো কেন তিনি সন্দিহান।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত **১৫.১০.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতার নাম **মেসার্স সারদা বস্ত্রালয়,** নিলামের তারিখ পড়তে হবে **"২৯১০.২০২৫"** -০৪.১০.২০২৫ এর পরিবর্তে এবং ২০০২ সারফেসি আইনের "৮(৬)" রুল সংস্থান অধীনে -- সংশ্লিষ্ট 'রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)' এর পরিবর্তে। অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পূর্বে বিজ্ঞাপনের অপরিবর্তিত থাকবে।

গোঘাটে জোড়বাংলা শিবদুর্গা মন্দিরের চূড়ায় আজও লাল পতাকা ওড়ে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: দুর্গাপুজোর উন্মাদনা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে অন্যতম বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হলো গোঘাটের বালিদেওয়ানগঞ্জ। এই প্রাচীন গ্রামের দুর্গা পুজো হলো রাউত পাড়ার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পুজো। প্রসঙ্গত, এক সময় বালি অঞ্চল বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, বাসন শিল্প, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলা তথা সারা বিশ্বের নজর কেড়েছিল। এখানে অসংখ্য প্রাচীন মন্দির রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো জোড়বাংলা শিবদুর্গা মন্দির। আরামবাগ শহর থেকে বারো কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই বালি-দেওয়ানগঞ্জ। এখানের রাউত পাড়াতে আছে জোড়বাংলা শিবদুর্গা মন্দির। বাংলার মন্দির নির্মাণের অপূর্ব নিদর্শন হল এই জোড়বাংলা। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরেও জোড়বাংলা মন্দির আছে। বাংলার দুটি কুটির ঘর পাশাপাশি জুড়ে দিলে যা হয় তাই জোড়বাংলা। এই মন্দির চারশো বছরের বেশি পুরাতন বলে জানান বংশধর সুকুমার রাউত। এখানেই একসঙ্গে পূজিত হন শিব ও দুর্গা। তবে এই পুরাতন মন্দিরটি বর্তমানে প্রায় ভগ্নদশায় আছে। সরকারি আনুকূল্যে সংস্কারের কাজ চলছে। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের চূড়ায় একটি গম্বুজের ওপর নয়টি নবরত্ন চূড়া আছে। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকার্য। প্রতিটি টেরাকোটার কাজ। আঠালো মাটির সাঙ্গে তুষ, খড়কুটো মিশিয়ে কাদা মাটি তৈরি করা হয়। রোদে শুকিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে টেরাকোটার ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। পোড়ামাটির শিল্পকলায় নানা নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে কোনোটা সমাজ নিয়ে, কোনোটা দেবদেবীকে নিয়ে আবার কোনোটা উঠে এসেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। যেমন, এক জায়গাতে আছে দুর্গার কোলে বসে শিশু গণেশ দুগ্ধ পান করছে কিংবা এক বৃদ্ধ হুঁকোতে টান দিচ্ছে! এরকম কত কি! তবে সবগুলোই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। মন্দিরের সামনে আছে পাঁচটি অপূর্ব বড় আকারের মূর্তি। এগুলি হল মা দুর্গা আর তাঁর সন্তান লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। মন্দিরের ভিতরে

প্রবেশ করে সামনে দেবীর বেদির পাশ দিয়ে পিছনে গেলে সিঁড়ি পাওয়া যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের শীর্ষে ওঠা যায়। দুর্গা পুজোর সময় মন্দিরের ন'টি চূড়াতেই লাল পতাকা ওড়ে। এমনকি সামনে যে দেব-দেবী আছে সেখানেও পতাকা টাঙানো হয়। মাঝখানের বড় চূড়াটির পতাকাটি বেশ বড় আকারের হয়। এখানকার ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হলো দুর্গা মা ও শিব ঠাকুর পাশাপাশি বসে থাকেন। পাশে থাকে ছেলেমেয়েরা, লক্ষ্মী-সরস্বতী- কার্তিক- গণেশ। শিবকে এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই এই মন্দিরের নাম শিবদুর্গা মন্দির, এমনটাই দাবি এই রাউত পরিবারের। তবে কেউ কেউ এই মন্দিরকে কেবল দুর্গা মন্দির হিসেবে চেনেন। ঠাকুর পুজো শুরু হয় প্রতিপদে, দশ দিন ধরে পুজো চলে। মহকুমার অন্যতম প্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে এটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L13100WB1978PLC031670
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/ ২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোর্ট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত, ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি আইন, ২০১৩, ('আইন') (আপাতত বলবৎ এর যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনর্প্রণয়ন সহ), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, ('রুলস'), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর বিধি ৪৪ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'), সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড ('এসএস-২'), দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, প্রতিটি সংশোধিত, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এর সাথে পঠিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসিবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক জারি করা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133, এই বিষয়ে সেবি কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে একত্রে পঠিত (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত), এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিশেষ প্রস্তাবটি কোম্পানির সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট ('পোস্টাল ব্যালট') এর মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ার) রেগুলেশনস, ২০২১, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ার) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাবিমুক্ত করার সম্মতি পাওয়া যায় কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা-১০২ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং কারণ উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তির অংশ।

কোম্পানিটি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, সোমবার, যাদের নাম ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় ('কাট-অফ ডেট') উল্লেখিত আছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত, তাদের কাছে উপরে উল্লিখিত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানো হচ্ছে না।

কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে :

ই-ভোটিং শুরু	**মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টা (আইএসটি)**
ই-ভোটিং শেষ	**বুধবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ বিকেল ৫টা (আইএসটি)**

এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যারা শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) তারিখে ভৌত বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ভোটদানের অধিকার কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রীমতি প্রীতি টোডি (মেম নং ১৪৬১১), অংশীদার, মেসার্স বাজাজ টোডি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবদের, পোস্টাল ব্যালট ভোটদান প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.chandisteel.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তির ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকেও অবহিত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.chandisteel.com এ আপলোড করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যদের ডাক ব্যালট নোটিশে নির্দেশিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়তে এবং ডাক ব্যালট নোটিশের অংশ হিসেবে থাকা নোটগুলিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তাদের সম্মতি (পক্ষে) বা ভিন্নমত (বিপক্ষে) রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের সমাধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণ, যদি থাকে শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩, ইমেল helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা ১৮০০-২১-০৯৯১১ নম্বরে টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
চণ্ডী স্ট্রিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এ২১২২৪

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
রোহরা প্লাজা', ১ম ফ্লোর মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড,
জে.সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া জেলা- হুগলি-৭১২১০১,
পঃবঃ, ই-মেল আইডি: sbi.64153@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম সহ ঠিকানা, শাখা এবং এ/সি নং	(স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)	নোটিশের তারিখ এনপিএ এর তারিখ।	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সন্তু বেরা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মৃত জিতেন্দ্র নাথ বেরা **শ্রীমতি সুপর্ণা বেরা (যুগ্ম-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী-শ্রী সন্তু বেরা উভয়ের নিবাস- ফ্ল্যাট নং ডি, ৪র্থ ফ্লোর, ২ নং পোস্ট- ডিহি রতনপুর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৯। **শাখা: এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া** **লোন অ্যাকাউন্ট:** ৩৮৬৪০৯৬৮৬২৯ (এইচবিএল) এবং ৩৮৬৪০৯১২৮০৩ (সুরক্ষা)	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ডি, ৫মতলে, জি-৪ তলা ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১১৮৫ বর্গফুট** (ঢাকা এরিয়া **৯৪৮ বর্গফুট**) কমবেশি মৌজা : রতনপুর, জেএল নং ৪৯, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৫১, এলআর খতিয়ান নং ১১৯৪, ১১৯৬, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৮৬, ১৯৯৫, সিঙ্গুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সিঙ্গুর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৬১৪০৩০১০, বুক নং ১, ভলুমে নং ০৬১৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৯১০২ থেকে ৭৯১৪২ -২০১৯ সালের, এডিএসআরও সিঙ্গুর, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী শন্টু বেরা,** পিতা জীতেন্দ্র নাথ বেরা এবং **শ্রীমতি সুপর্ণা বেরা,** স্বামী শ্রী এর নামে।	সেকশন ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ এনপিএ-এর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫	**লোন অ্যাকাউন্ট- ৩৮৬৪০৯৬৮৬২৯ (এইচবিএল) ও ৩৮৬৪০৯১২৮০৩ (সুরক্ষা) ২৪,১৪,৮৫৮.০০ টাকা (এইচবিএল) ৬৫,১৩৯.০০ টাকা (সুরক্ষা) মোট বকেয়া ২৪,৭৯,৯৯৭.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৬.০৮.২০২৫ অনুযায়ী।** এছাড়াও আপনাকে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে উল্লিখিত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি প্রদান করতে হবে।
২.	**শ্রী দিব্যেন্দু বাইন** পিতা- মৃত কৃষ্ণ প্রসাদ বাইন শ্রী **মতি রেণুকা বাইন** স্বামী- মৃত কৃষ্ণ প্রসাদ বাইন ঠিকানা- হোল্ডিং নং ১৩১/২, কদমতলা, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি-৭১২১০১। **অন্যান্য ঠিকানা:** প্রযত্নে শ্যামল কুমার দাস ৩৫/১, পূর্বাচল, হালিশহর, পোস্ট- নবনগর, থানা- বিজপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩১৩৬। **শাখা: এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া** **লোন অ্যাকাউন্ট- অ্যাকাউন্ট নং ৩৮২৮৫৩২০১৪৯ (এইচবিএল), ৩৮২৮৫৩২৪৪৭৩ (সুরক্ষা),**	২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ এরিয়া ০.০৩০ একর বা ৩ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : কুলিহান্ডা, জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ৯১৩, হাল খতিয়ান নং ৪০৯০, আরএস দাগ নং ১২১৭, এলআর দাগ নং ২৬৩৪, ওয়ার্ড নং ১৪, হুগলি-চুঁচড়া পুরসভা অধীন, মহল্লা -কদমতলা, হোল্ডিং নং ১৩১/২, কদমতলা, থানা : চুঁচড়া, জেলা : হুগলি। দলিল নং ০৬০৩০০৮৯১, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৫৫৫২ থেকে ২৫৫৭৪-২০১৯ সালের। এডিএসআরও চুঁচড়া, হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী দিব্যেন্দু বাইন, পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ প্রসাদ বাইন এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অনিল সিং এর ভবন; **দক্ষিণে :** কমল ভড় এর ভবন; **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** অন্যান্যর পুকুর।	সেকশন ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ এনপিএ-এর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫	**লোনঅ্যাকাউন্ট নং ৩৮২৮৫৩২০১৪৯ (এইচবিএল), ৩৮২৮৫৩২৪৪৭৩ (সুরক্ষা), ২২,৫১,৫১৩.০০ টাকা (এইচবিএল), ১,৮০,৯২৭.০০ টাকা (সুরক্ষা), মোট বকেয়া ২৪,৩২,৪৪০.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র) ০৩.০৯.২০২৫ অনুযায়ী।** এছাড়াও **আপনাকে ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ** থেকে উল্লিখিত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৫
স্থান: হুগলী

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBFC
রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯ টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪
www.SBFC.com কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের এটা জানানো হচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক বন্ধক রাখা সোনার গহনা নিলাম করা হবে। আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। ঠিকানা : এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, ২য় তল, চাঁপাডালি মোড়, সেনকো গোল্ডের কাছে, পোঃঅঃ + থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪।

যেসব গ্রাহক তাদের ঋণের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের বন্ধক রাখা সোনার গহনা নিলামে তোলা হবে। এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। নিচে উল্লিখিত বিভিন্ন শাখা এবং অ্যাকাউন্ট আইডি-এর সাথে যুক্ত সকল গ্রাহকের গহনা নিলাম করা হবে।

শাখা - বারাসত : AP00695694, AP00695734

দুর্গাপুর শাখার নিলাম আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে। ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
শাখা - দুর্গাপুর : AP00438219, AP00695995

গড়িয়া শাখার নিলাম আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে। ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
শাখা - গড়িয়া : AP00695862, AP00696777

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা : **সৌরভ কুমার সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতি অর্পিতা সেনগুপ্ত** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : ক) সৌরভ কুমার সেনগুপ্ত, খ) শ্রীমতি অর্পিতা সেনগুপ্ত, উভয়ের ঠিকানা :** ৪ডি, ভুবন মোহন রায় রোড, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৮। আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ-৪, রূপম প্লাজা, ৪, কেনারাম গাঙ্গুলি রোড, পশ্চিম বড়িশা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮। **টার্ম লোন(গুলি) এইচবিএল এ/সি নং ৩৩৪৩৬৫৫০৩৮৬ সুরক্ষা এ/সি নং ৩৩৪৩৬৫৬৮১৯০।**	**তপশিল সি (অংশ -১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যম নং ২৯, পৃষ্ঠা ৩৪৭৫ থেকে ৩৫০৫, **দলিল নং ০৯১৭৭-২০১৩ সালের।** অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস বেহালা এডিএসআর, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **তপশিল 'এ' উক্ত উল্লিখিত মতে** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ১২ (বারো) কাঠা ৬ (ছয়) ছটাক ১৯ (উনিশ) বর্গফুট কমবেশি জি-৩ এবং অংশত জি-৪ ভবন লিফট সুবিধা সহ অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, পরগনা : খাসপুর, জেলে নং ১৯, দাগ নং ৩৭২/৪০৫২, খতিয়ান নং ১৩৪ এবং ৭৯৩,বর্তমানে কলকাতা পুরসভা (এস এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৫, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৯, কেনারাম গাঙ্গুলি রোড,এবং উক্ত ভবন পরিচিত **"রূপম প্লাজা"**, ডাক ঠিকানা : ৪ কেনারাম গাঙ্গুলি রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর , কলকাতা : ৭০০০০৮, এডিএসআরও বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী এ কে রায় চৌধুরী এর ভবন; দক্ষিণ : ১৭ফুট -৩ ইঞ্চি এন চওড়া কেএমসি রোড; পূর্বে র ১২ চওড়া কেএমসি রোড; পশ্চিমে : মুখার্জির জমি। **তপশিল 'বি' উক্ত উল্লিখিত মতে** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মার্বেল মেঝে ফ্ল্যাট নং এ-৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৫ বর্গফুট কমবেশি পাঁচতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ব্যালকনি উক্ত জি-৩ তলা এবং অংশত জি-৪ তলা ভবনে নাম **"রূপম প্লাজা"**, ডাক ঠিকানা : ৪ কেনারাম গাঙ্গুলি রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর , কলকাতা : ৭০০০০৮, এডিএসআরও বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তপশির এ তে আরও নির্দিষ্ট মতে বর্ণিত সকল সুবিধা এবং পরিষেবা, ফিক্সচার, ফিটিংস, বৈদ্যুতিনক সংস্থাপন এবং তপশিল সি তে উল্লিখিত মধ্যে যা সংযুক্ত প্ল্যানে লাল কালিতে চিহ্নিত মতে সুবিধাদি।	০৪.০৯.২০২৫	২৩.০৮.২০২৫	**১১,২১,৫০৯ টাকা (এগার লাখ একুশ হাজার পাঁচশ নয় টাকা) ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী।** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স নিধি মুনিম ইণ্ডিয়া (ইহার মালিক নিধি যশ মুনিম'র মাধ্যমে) 2. নিধি যশ মুনিম 3. পরেশ রজনীকান্ত কামপানি	ফ্ল্যাটে 1/3 অবিভক্ত ভাগীদারি সহ একত্রে কম-বেশী 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 বর্গফুট পরিমাপের জমিতে বা ওপরে নির্মিত থানা - ভবানীপুর, কে এম সি ওয়ার্ড নং 72, কোলকাতা 700020, জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা অধীনে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 51, পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত সেকেণ্ড ফ্লোরে প্রায় 1527 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট এবং পরিসরের চতুর্সীমা নিম্নরূপ : চতুর্সীমা — পূর্ব: পরিসর নং 50, পদ্মপুকুর রোড। পশ্চিম: পরিসর নং 52এ, পদ্মপুকুর রোড। উত্তর: পদ্মপুকুর রোড। দক্ষিণ: কমন গলি।	H17299090 721031319 / KOLHL200 00100	29শে এপ্রিল 2025	টাঃ 9,18,032.40/-	20-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 20/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বকেয়া টাঃ 1,26,90,769.06/-	টাঃ 91,80,324/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	07.10.2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধিতের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **06/10/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **07/10/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **08/10/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **"নাম - হাসান আব্বাস, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : পিএস সৃজন, টেক পার্ক, 15তল, ব্লক-ডিএন-52, সেক্টর 5, সল্টলেক, কোলকাতা-700091, যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 16.09.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা, শাসক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও মালদায় তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মোটরবাইকে এসে দুই দুষ্কৃতী ওই তৃণমূলকর্মীকে গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকায়। রাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। যদিও কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই রোগীর পিঠের ডান দিকে গুলি ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে। রাতভর চিকিৎসার পর সোমবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে হামলাকারী সাইদ শেখ-সহ দুইজনের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তৃণমূল কর্মী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম আতিমুল মোমিন (৩৪)। তাঁর বাড়ি অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনিয়া গ্রামে। গত ৩১ জুলাই রাতে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি জন্মদিনের পার্টিতে নৃশংসভাবে খুন হন মানিকচকের এক তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদ (৩০)। ওই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আতিমুল নিমন্ত্রিত ছিলেন। এই খুনের ঘটনার সময় আতিমুল হচ্ছে একমাত্র সাক্ষী। ওই দিন খুনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার এক পঞ্চায়েত সদস্য মাইনুল শেখ-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর থেকেই আতিমুলকে সাক্ষী থেকে সরে যাওয়ার জন্য ধৃতের দলবল হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী আতিমুল মোমিন জানিয়েছেন, এদিন রাতে কানাইপুর এলাকার একটি বিল্ডিং-এর কাজ দেখে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় মোটরবাইকে আসা দুই দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায়। মোটর বাইকে থাকা পুরনো খুনের ঘটনায় ধৃত মাইনুল শেখের ছেলে সাহিদ শেখ ছিল। তাকে চেনা গিয়েছে। তিনি আরও জানান, 'জুলাই মাসে সেই তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার পর থেকেই একমাত্র সাক্ষী রয়েছি আমি। আমাকে সাক্ষী থেকে সরে যাওয়ার জন্য রীতিমতো চাপ দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের প্রস্তাব না মানায় এই ভাবেই গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয়।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, 'এখানে কোনও দলের গোলমালের বিষয় যুক্ত নয়। পুরনো পারিবারিক বিবাদ যুক্ত রয়েছে। পুলিশ সেটা খতিয়ে দেখছে।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

হাড়োয়ার বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাড়োয়া: মঙ্গলবার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নেতা, বিধায়কদের সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক। তার ২৪ ঘণ্টা আগে আবারও হাড়োয়ার বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার। বিধায়কের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ও দুর্নীতি তুলে ধরে পোস্টার পড়ায় কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে রবিউল। যদিও তিনি এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, এলাকার সিপিএম ও আইএসএফ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

এদিন হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গা এলাকার টাকি রোড-সহ বেলিয়াঘাটা বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। কিছু পোস্টার লাইট পোস্টে সাঁটা অবস্থাতেও দেখা যায়। পোস্টারে বিধায়কের আর্থিক তছরূপ, দলীয় কর্মীদের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিভাজন, দাগী অপরাধীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তোলা হয়। আর এই পোস্টার রাজনীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা আসরে নেমেছে। তাদের দাবি, 'তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের নেতা বিধায়কেরা এমনই নানান দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই মানুষের সহ্যের বাইরে চলে গেছে। এখন নিজেদের মধ্যেই গন্ডগোল করছে। আর বাঁচতে বিরোধীদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।' হাড়োয়ার বিধায়ক ও তার কিছু অনুগামীরা এই দুর্নীতি করছে। সরকারি জায়গার ভেড়ি থেকে টাকা লুট করছে। অথচ হাড়োয়ার উন্নয়নের দিকে বিধায়কের কোনও নজর নেই বলেই দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের।।

চাকরির দাবিতে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সোমবার জামুড়িয়ার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতের ভুত বাংলা এলাকায় স্থানীয় কারখানায় বেকার যুবকদের চাকরির দাবিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। এলাকার ধানসাল গ্রামের কয়েকশো যুবক এলাকার একটি বেসরকারি কারখানার সিআরএম ইউনিটের গেটের সামনে জড়ো হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ৩ বছর ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে আসছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একজনকেও কর্মসংস্থান দেওয়া হয়নি। কারখানা কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত আশ্বাস ভঙ্গ করায় গ্রামবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা নয়, কারখানা কর্তৃপক্ষকে গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজও করতে হবে, অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা মনোবোধ রুজ বলেন, 'গত ৩ বছরে মাত্র ২০ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ছাটাইয়ের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ৪০ জনকে নিয়োগের দাবিতে আমাদের এই বিক্ষোভ।' পুলিশ এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল — প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী শৈবাল প্রামাণিক	শ্রীমতী মিঠু প্রামাণিক
পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক	স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক
ঠিকানা - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো - মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পব - ৭২১১০১	ঠিকানা - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো - মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পব - ৭২১১০১

রেফারেন্স নং SBI/SARB/SB/2025-26/KD/392 — তারিখ ০৮.০৮.২০২৫

মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

এ/সি : শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতী মিঠু প্রামাণিক

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১১.১২.২০২৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২২.০৮.২০২৪** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক মোট এরিয়া ০.০৮৫৫ একর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : পরগনা, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর মৌজা :বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা, হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮। সম্পত্তি বিভিন্ন দাগে বিস্তারিত আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১,এলআর দাগ নং ১২, এলআর বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর, আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর। বর্তমান সার্ভে দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে দাগ নং ১৩, , বাস্তু জমি ০.০২৬৯ একর। **দলিল নং ১-৭৯৯৪/২০১৮।**

মোট বকেয়া পরিমাণ ০৭.০৮.২০২৫ : ২১৬.৯০ লাখ টাকা।

আপনাদের আমরা সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্ধারের জন্য ২০০২ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধাকা (৮) অধীন সংস্থানের বিষয়টি অবগত করছি।

দ্রষ্টব্য : এই বিজ্ঞপ্তি বিকল্প পরিষেবা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

শিশু-সহ ধৃত বাংলাদেশি মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে শিশু-সহ গ্রেপ্তার বাংলাদেশি মহিলা। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম ফাইমা আক্তার। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তার সঙ্গে রয়েছে দু'বছর এবং চার বছরের দুটি সন্তান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার পেট্রাপোল এলাকায় বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল এই মহিলা। পেট্রাপোল থানার পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মহিলা দাবি করেন, তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। সাত বছর আগে ক্যানিংয়ের যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ওই যুবক তাঁকে বিয়ে করে ভারতে নিয়ে আসে। এতদিন তিনি ক্যানিংয়ে থাকতেন। দিন কয়েক আগে তাঁর কাকা শ্বশুর তাঁকে বাংলাদেশের নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পেট্রাপোল এলাকায় নিয়ে আসে। সেখানে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর থেকেই তিনি পেট্রাপোল এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। ভারতের প্রবেশের বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পরবর্তীতে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

লোকাল এসি ট্রেনের ভাড়া নিয়ে প্রতিবাদের ডাক নারায়ণ গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: পরিষেবার নামে রেল কি ব্যবসা করতে শুরু করেছে? এসি ট্রেনের অত্যাধিক ভাড়া নিয়ে আবারও রেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরোব হলেন অশোকনগরের বিধায়ক তথা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সোমবার থেকে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার অশোকনগর-সহ আরও বেশ কিছু স্টেশনে দাঁড়াতে শুরু করলো এসি ট্রেন। এই ট্রেন দাঁড়ানোকে অশোকনগরবাসীর নৈতিক জয় বলে দাবি করেন অশোকনগরের বিধায়ক। এদিন তিনি টিকিট কেটে এসি ট্রেনে চড়েন এবং নতুন করে রেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূচনা করেন। তিনি দাবি করেন, সাধারণ ট্রেনের থেকে কয়েকগুণ বেশি ভাড়া এসি ট্রেনের। অশোকনগর থেকে শিয়ালদার সাধারণ ট্রেনের ভাড়া ১০ টাকা অথচ ওই পথ যেতে এসি ট্রেনের ভাড়া ৯০ টাকা। যা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। তিনি দাবি করেন, 'এসি ট্রেনের জন্য কত টাকা খরচ হচ্ছে, তার নিরিখে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষের টিকিটের জন্য কত খরচ হচ্ছে তা রেলকে জানাতে হবে। রেলের যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার কথা, ব্যবসা করে মুনাফা তোলা রেলের কাজ নয়। তাই এসি ট্রেনের টিকিট বেচে রেলের মুনাফা তোলার কথা নয়।' আবারও তিনি রেল যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদে নামার ডাক দেন। তিনি বলেন, বেনিয়মের প্রতিবাদের আরেক নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই একজন সৈনিক হিসেবে রেলের এই বেনিয়মের বিরুদ্ধে দলনেত্রীর দেখানো পথে মানুষের স্বার্থে তিনি প্রতিবাদে নামবেন।

SBI — এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩) — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩৯১৪০৪০১২২১ (এইচবিএল)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশের তারিখ **০৯.০৬.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সুকুমার ফাদিকর এবং শ্রীমতী জয়া ফাদিকর** ঠিকানা - **জল্লাবাজ দক্ষিণ পাড়া, শ্যামপুর, হাওড়া - ৭১১৩১৪** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯২৭২১৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ সাতাশ হাজার দুশো আঠার টাকা) ০৯.০৬.২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ।**

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া শাখা** নিকট বকেয়া **১৯২৭২১৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ সাতাশ হাজার দুশো আঠার টাকা) ০৯.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ শতক কমবেশি -মোট জমির পরিমাপ ৩২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজি : জল্লাবাজ, জেএল নং ৯১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৮৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬১, থানা : শ্যামপুর, জেলা : হাওড়া, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : উপেন্দ্র ফাদিকরের জমি; দক্ষিণে : উপেন্দ্র ফাদিকরের জমি;, পূর্বে : শৈলেন্দ্র নাথ খান এবং অন্যান্যর জমি; পশ্চিমে : উপেন্দ্র ফাদিকরের জমি।

সম্পত্তি **শ্রী সুকুমার ফাদিকরের নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৪৪৩৮-২০০৭,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ২৯১ থেকে ৩০২, অফিস এডিএসআর শ্যামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই দখল নোটি স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা নোটিশ না পেয়ে থাকলে এই নোটিশকে বিকল্প পরিষেবা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.০৯.২০২৫
স্থান - শ্যামপুর, হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Punjab & Sind Bank

নিউ আলিপুর শাখা (কে০৯১১)
৩৫/৭ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ইমেল : k0911@psb.co.in

পরিশিষ্ট IV
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৭.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা (গণ) ১. শ্রীমতী ইলা দাস,** স্বামী প্রয়াত সুনীল দাস এবং **২. শ্রী রাজু দাস** পিতা প্রয়াত সুনীল দাস, সাকিন ফ্ল্যাট নং ডি, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ৫৫, বাঁশতলা লেন, পো - সাহাপুর, মৌজা - পাঞ্জা সাহাপুর, ওয়ার্ড নং ১১৮, থানা - বেহালা, কলকাতা পুরসভা অধীন, কলকাতা - ৭০০০৩৮ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৯,৮৯,৬১১.৬০ টাকা** (উনিশ লাখ উননব্বই হাজার ছশো এগার টাকা এবং ষাট পয়সা) সুদ সহ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত উশুল হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৯,৮৯,৬১১.৬০ টাকা** (উনিশ লাখ উননব্বই হাজার ছশো এগার টাকা এবং ষাট পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : ফ্ল্যাট নং ডি, দোতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট কমবেশি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দোতলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ৯, তৌজি নং ১০১, আরএস খতিয়ান নং ৬৭০, ৬৭৯, আরএস দাগ নং ২৬৪/১১৯৫ এবং ১১৯৬, প্রেমিসেস নং ৫৫, বাঁশতলা লেন, পো : সাহাপুর, থানা : বেহালা, কলকাতা -৭০০০৩৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১-১৬০৭-১১২০৯/২০১৯ সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রেশন তারিখ ২৮.১০.২০১৯, নথিভুক্ত ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৫৭৫৭৭ থেকে ৩৫৭৬২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : চাটার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে : স্বপন দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : অমূল্য দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — পুনরুদ্ধার নোটিশ

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-১, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস, ৯ম তল, ১১ এবং ১৩, শেক্সপীয়র সরণি
কলকাতা - ৭০০০৭১ ফোন : ০৩৩ ২২৮০ ৩০৯৮
ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮১ ০৬২২ ইমেল : sbi.04151@sbi.co.in

প্রতি,

১. **শ্রী ভানওয়ার লাল জাজোদিয়া,** (ইউআইসি উদ্যোগ লি.-এর জামিনদাতা), সিএফ-২৮৬, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১।
২. **শ্রী মহেন্দ্র কুমার জাজোদিয়া,** (ইউআইসি উদ্যোগ লি. এর জামিনদাতা) সিএফ-২৮৬, সেক্টর-১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১।
৩. **ইউআইসি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.** (ইউআইসি উদ্যোগ লি. এর জামিনদাতা), ৬৭/সি, বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬
৪. **ইউআইসি ফিনান্স (প্রা.) লি.,** (ইউআইসি উদ্যোগ লি. এর জামিনদাতা), আনন্দলোক, ২য় তল, ২২৭, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০। প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদসমূহ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ

অ্যাকাউন্ট : ইউআইসি উদ্যোগ লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন সমাধান করা হয়েছে)

আমরা ২৮.০৮.২০১৭, ১৯.০৬.২০১৭ এবং ২৯.১২.২০১৬ তারিখের নোটিশের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং শীর্ষাঙ্কিত অ্যাকাউন্টে ১৩.০৩.২০১৯ এবং ২৮.০৮.২০২৫ তারিখের দখল নোটিশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার পরিমাণ ৩,০৭,৮০,১৫,০৭৯.৪৯ টাকা (তিনশ সাত কোটি আশি লাখ পনের হাজার উনআশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) সংশ্লিষ্ট তারিখে (নীচে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত) এবং আরও সুদ এবং চার্জ বাদ দিয়ে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ইউআইসি উদ্যোগ লিমিটেডের কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া (সিআইআরপি) থেকে প্রাপ্ত আদায় বাদ দিয়ে মাননীয় এনসিএলটি কলকাতার ৭.০৪.২০২১ তারিখের আদেশ অনুসারে।

সুরক্ষিত ঋণদাতা(গনের) নাম	টাকার পরিমাণ আইএনআরে	যে তারিখ অনুযায়ী বকেয়ার অবস্থা
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া	১,৭৩,৯১,৬৪,৯০৩.৬৯	১৭.০৮.২০১৭
আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ	৯৫,৫০,১৮,১১৫.৮০	০১.০৬.২০১৭
আইসিআইসিআই ব্যাংক লিঃ	৩৮,৩৮,৩২,০৬০.০০	৩১.১০.২০১৬
মোট	৩,০৭,৮০,১৫,০৭৯.৪৯*	

*উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা এর নির্দেশ তারিখ ০৭.০৪.২০২১ অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটর ইউআইসি উদ্যোগ লিমিটেডের কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া (সিআইআরপি) থেকে পরিমাণ ব্যতীত পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক।

সুতরাং, ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সারফেসি আইন এর সংস্থান অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অধীনে আপনারা যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ই-নিলাম মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণের সীদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং এই বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে এবং উক্ত রুলসের পরিশিষ্ট ৪-এ অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে।

বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত : -

ক্র.নং	সম্পত্তি / সম্পদের বিবরণ
১	ক. ইউআইসি এগ্রো লিঃ (ইউআইসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর সাথে একীভূত) এর নামে থাকা জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- ঝিঙা, পরগনা- মোরাগাছা, তৌজি নং- ৩১৫, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ)-তে অবস্থিত নিম্নবর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী ।

দলিল নং	সাল	রেজিস্ট্রি অফিস	তারিখ	মৌজা	জে.এল. নং	দাগ নং	খতিয়ান নং	এলাকা (ডেসিমেলে)
২৫৯৭	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১৮.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১১	৬৯	৩.৫
২৫৯৭	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১৮.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৮	৬৯	১.৭৫
২৫৯৪	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৭	৬৯	৬
২৫৯৫	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৮	৬৯	০.৮৩
২৫৯৫	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১১	৬৯	৬.১৬৭
২৫৯৫	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১০	৬৯	২.৫
৮৪১	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৩.০৫.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৪	২০৭	৬.৫
৮৪১	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৩.০৫.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৫	২০৭	৩
৩৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৭.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৫	৩১৮/১১৪	২.৪২
৩৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৭.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯০	৩১৮/১১৪	
৩৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৭.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৮৯	৩১৮/১১৪	
৩৯৫	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৫	৩১৮/১১৪	১৫.৫৮
৩৯৫	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯০	৩১৮/১১৪	
৩৯৫	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৮৯	৩১৮/১১৪	
১২৭৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৭.০৬.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৮	১০০	৮
১২৭৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৭.০৬.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৯	১০০	৭
১২৭৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৭.০৬.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৭	৪৩৮	১৩
১৮২৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৩	২১০	৫
২৫৯৬	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৯	৬৯	৮
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	১০৩	১.৬২৫
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	২২৬	
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৪	২০১	১.৬২৫
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৫	২০১	০.৭৫
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	২২	১৪০	১.০৬৩
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩২	৯৯	১
৩২৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩২	৯৯	৪
৬৬৯	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	০৩.০৩.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৭	১১৯	৭.৫
৬৬৯	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	০৩.০৩.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	১০৩	১.৬২৫
৩২৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০২.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৭	১১৯	৭.৫
১৮৩৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯১	৪২৮	৬৫
১৮৩৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০২	২১০	৯.৩৩
১৮৩৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২/১৪৫৮	২০২	৭.৬৬
১৮৩৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২	২০৩	৭.৩৩
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৫	৬৯	৩.৫
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৬	৬৯	৬
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	১০৩	৩
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০২	২১০	১৪
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২	২০৩	১১
১৬৪২	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২/১৪৫৮	২০২	১১.৫
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৫	৬৯	৩.৫
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৬	৬৯	৯
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	১০৩	২
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০২	২১০	১৪
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২	২০৩	১১
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯২/১৪৫৮	২০২	১১.৫
১৬৪৩	১৯৯৫	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৫	৩১৮	৪
৪৩৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৪.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৩	২২৬	২৭.৬৬
৪৪০	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৪.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৩	২২৬	২৭.৬৬
৬০৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৫	২০১	০.৭৫
৬০৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৪	২০১	১.৬২৫
৬০৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৪	২০১	১.৬২৫
৬০৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.০৩.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৫	২০১	০.৭৫
৮৬০	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৪.০৫.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০১	১০৩	৪.৭৫
২০৩৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.১০.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৪	২০১	১.৬২৫
২০৩৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.১০.১৯৯৬	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৫	২০১	০.৭৫
৬৩৪	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০২.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৯	৪৩৮	৫.৬২৫
৬৩৪	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০২.১৯৯৮	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৮	৪৩৮	
৬৩৪	১৯৯৭	এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার	২৮.০২.১৯৯৯	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৭	৪৩৮	৪.৮৭৫
১৩৮৮	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৩.০৬.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৪	২১০	১০
১৩৮৮	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৩.০৬.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৬	৭১	৯
১৭৪৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৫.০৭.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৪	৬৯	১.৭৫
১৭৪৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৫.০৭.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০০	১১৫	১৪
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৬	৬৯	৮.৬৬
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৮	৬৯	৩.৫
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১০	৬৯	৪
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১১	৬৯	১১
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৩	৬৯	৩
২৫৯৩	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	১১.০৮.১৯৯৭	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৪	৬৯	৩.৫
৭৩২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৫	৩১৮	১০.২৫
৭৩৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৫	৩১৮	১০.২৫
১০৫৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০৫.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১২৯৩	২২৬	২৮
১০৫৭	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০৫.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১২	৬৯	৭
১৮৩৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩০৬	৬৯	৪.৫
১৮৩৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৪	৬৯	১.৭৫
১৮৩৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	ঝিঙ্গা	১১২	১৩১৩	৬৯	৩

খ. ইউআইসি এগ্রো লিঃ (ইউআইসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর সাথে একীভূত) এর নামে থাকা জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- সুখদেবপুর, পরগনা- মোরাগাছা, তৌজি নং- ৩২২, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ)-তে অবস্থিত নিম্নবর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী।

দলিল নং	সাল	রেজিস্ট্রি অফিস	তারিখ	মৌজা	জে.এল. নং	দাগ নং	খতিয়ান নং	এলাকা (ডেসিমেলে)
৭২৯	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৫৫	৭৩	১০.৫
৭৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	২১	৫৫	১২.৮
৭৩১	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৫২	৬৯	১০
৭৩৪	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১৯	৫৪	১০.১৩
৭৩৫	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১০.০৪.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৩০	৫৫	৪.৪
১০৮২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২২.০৫.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	২০	২৮	৬৫
১০৮৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২২.০৫.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৪৮	১৯৪	৫৯
১০৮৩	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২২.০৫.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	২৪	১৯৪	১০
১৮০৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০৯.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১৪	১৯৫	১১.৫
১৮০৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৯.০৯.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১৭	৪১	৮
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১০	৩	৩২.৩৩
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১২	৩	
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৩৬	৩	
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৬/৪১৪	৩	
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৬১/৪১৫	৩	
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৩৪	১৯১	৭
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	১৬	১৯১	
১৮৩০	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৯	১১৪	১২.৩৩
৯৯২	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৩.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৮	৫৩	১০.২৫
৯৯২	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৩.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৭	৫৩	০.৬৪
১৮৩১	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	২২	১৪০	৬.৩৭৫
১৮৩১	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১২.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৩৩	১৪০	১০.৬৩
৯২৭	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২১.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৯	৯৯	৯
১৯২৬	১৯৯৬	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	২৬.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	২২	১৪০	৪.২৫
১৯২৬	১৯৯৬	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	২৬.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৩	১৪০	১২.৭৫
৯৯৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৩.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৮	৫৩	১৪.২৫
৯৯৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০৩.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৭	৫৩	০.৮৮
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১০	৮৩	১৫
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১২		৭
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৬		৩.৩৩
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৬০		৬১.৩৩
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৬৭	১১৪	৭
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৬৩		১৪
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৬০/৪২৪		৭৮
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১৬	১৯১	১০
১৩৮৮	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০৬.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৪		৪
২৭৭৮	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	০২.০৯.১৯৯৭	সুখদেবপুর	১১৩	২৮	৫৯	০.৭৫
২৭৭৮	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	০২.০৯.১৯৯৭	সুখদেবপুর	১১৩	৪৬	৫৯	৩.২৫
২৭৭৮	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	০২.০৯.১৯৯৭	সুখদেবপুর	১১৩	২১	৫৫	২.১৫
২৭৭৮	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	০২.০৯.১৯৯৭	সুখদেবপুর	১১৩	৩০	৫৫	
২৭৭৮	১৯৯৭	এডিএসআর - ডায়মন্ড হারবার	০২.০৯.১৯৯৭	সুখদেবপুর	১১৩	৫৪	৬৯	১
১৩৮৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০১.০৭.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১০	৩	১৫
১৩৮৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০১.০৭.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১২		৭
১৩৮৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০১.০৭.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৬		৩.৩৩
১৩৮৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	০১.০৭.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৬০		৩০.৬৬
৮৯৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫২	৬৯	৫.৬৫
৮৯৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৪	৬৯	১.৮৫
৮৯৩	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১৮	১২১	৪.৩৩
৮৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫২	৬৯	২.৩৩
৮৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৫৪	৬৯	০.৫
৮৯৪	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.০৫.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	১৮	১২১	১.০৮
৮০১	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	৩০.০৪.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	২২	১৪০	৫.৩১৩
৮০১	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	৩০.০৪.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩৩		১০.৬৩
৫৫৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৪.০৩.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	২৮	৫৯	১.১২৫
৫৫৯	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৪.০৩.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৪৬		৪.৮৭৫
৪০৬	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০২.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	২১	৫৫	৬.৫
৪০৬	১৯৯৬	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৯.০২.১৯৯৬	সুখদেবপুর	১১৩	৩০		১.৬৫
২৪০৬	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২৮.১১.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৫২	৬৯	১৪
২৩২৫	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.১১.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৩৭	১৪১	৩৪
১৮৭২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৪৯	৪৫	৯.৩৩
১৮৭২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	১৮.১০.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৪৪	৯০	২৩.৫
২১৬২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.১১.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৪৯	৭৭	৯.৩৩
২১৬২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	২০.১১.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৫২	৬৯	৫.৮
১৮৫২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	৩০.০৬.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	২৮	৫৯	২.২৫
১৮৫২	১৯৯৫	সাব-রেজিস্ট্রার - ফলতা	৩০.০৬.১৯৯৫	সুখদেবপুর	১১৩	৪৬		৯.৭৫

২. ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৫২ শতক - ৬৯ শতক জমি থেকে কমবেশি , মৌজা : খন্যান, জেএল নং ১২৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৩০, এলআর খতিয়ান নং ১৭৮৭, আরএস দাগ নং ১৪৮১, এলআর দাগ নং ১৬৯৪। থানা : পান্ডুয়া, জেলা : হুগলি।
২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২৫ শতক - ৪৫ শতক জমি থেকে কমবেশি মৌজা : খন্যান, জেএল নং ১২৯, খতিয়ান নং ৩১১, আরএস দাগ নং ১৪৮০, এলআর দাগ নং ১৬৯৫, , থানা : পান্ডুয়া, জেলা :হুগলি।
৩) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি, মৌজা : খন্যান , দাগ নং ১৪৮২, তৌজি নং ৮৯, জেএল নং ১২৯, খতিয়ান নং ৬৭৭, পরিমাপ ৬৫ ডেসিমেল, থানা : পান্ডুয়া, জেলা : হুগলি।
তদস্থিত যাবতীয় নির্মাণ এবং ভবন, স্বত্ব দলিল নং ১-৬৮১৯, ১৬১, ৪২০ রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স ফাইবার কম্পোজিট অ্যান্ড পাম্প প্রা লি এর সহিত, সংযুক্ত ইউআইসি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর সহিত।

আমরা আবারও আপনাদের অবহিত করছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা উপ ধারা (৮) সংস্থান সম্পর্কে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৫

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএএমবি ১ শাখা কলকাতা (০৪১৫১)

EKDIN 16.09.2025 PAGE 7_Layout 1 9/15/2025 10:15 PM Page 1

ইঞ্জিনিয়ারদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসে দেশের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আশাপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, 'বিকশিত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবেন ইঞ্জিনিয়াররা।' সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসে আমি স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যার প্রতিভা ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং ভূদৃশ্যে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, 'আমি সকল ইঞ্জিনিয়ারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, যাঁরা তাঁদের সৃজনশীলতা এবং দৃঢ়তার মাধ্যমে উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বিকশিত ভারত গড়ে তোলার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবেন।

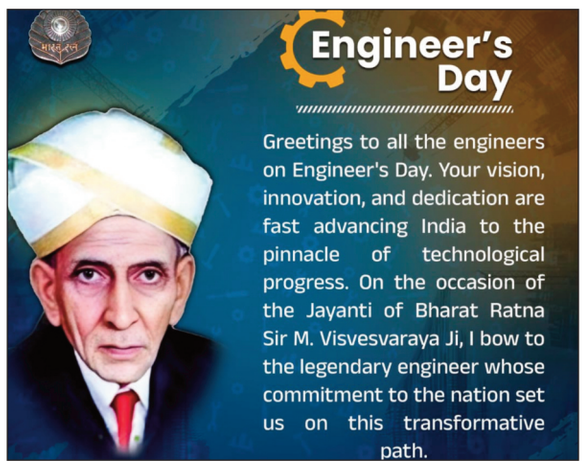

সোমবার এক্সবার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও লিখেছেন, 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে-তে প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা।' প্রকৌশলীদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবন এবং নিষ্ঠা ভারতকে দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতরত্ন এম. বিশ্বেশ্বরায়াজির জয়ন্তীতে, আমি সেই কিংবদন্তি প্রকৌশলীকে প্রণাম জানাই, যিনি আমাদের এই রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।' প্রসঙ্গত, স্যার মোক্ষগুন্ডম বিশ্বেশ্বরায়া (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০-১৪ এপ্রিল, ১৯৬২) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ সময়ে মহীশূর প্রদেশের ১৯তম দেওয়ান ছিলেন। পুণের তৎকালীন সর্বোত্তম ও এশিয়ার তৃতীয় প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনি ডিগ্রি পান। জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ ভারত সরকারের পঞ্চম জর্জ 'নাইট' ও ১৯৫৫ ভারত সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' দেয়। তাঁকে সম্মান জানাতে তাঁর জন্মদিন ১৫ সেপ্টেম্বর প্রতি বছর ভারত, শ্রীলঙ্কা ও তানজানিয়ায় 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' হিসেবে পালিত হয়।

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

কাঠমান্ডু, ১৫ সেপ্টেম্বর: নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সুশীলা কারকির মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা সোমবার শপথ নিয়েছেন। কাঠমান্ডুতে নেপালি রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে আয়োজিত হয় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। গত শুক্রবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুশীলা। রবিবার প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের তিন মন্ত্রীকে নিয়োগ করেছেন। তাঁরা হলেন রামেশ্বর খানাল (অর্থমন্ত্রী), ওমপ্রকাশ আরিয়াল (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এবং কুলমান ঘিসিং (শক্তিমন্ত্রী)। আরিয়ালকে আইন মন্ত্রকের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। ঘিসিং পরিকাঠামো, পরিবহণ ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন।

বিহারে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে, তোপ তেজস্বীর

পটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর: নীতীশ কুমার সরকারের আবারও সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর অভিযোগ, বিহারে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে। সোমবার সকালে পটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব একটি ভিডিও দেখান, যেখানে দেখা যায় বিহারের মন্ত্রী জীবেশ মিশ্র একজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। এ প্রসঙ্গে তেজস্বী বলছেন, 'বিহারে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে। এই মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন, মন্ত্রীকে একটি ভুয়ো মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী আজ এখানে আসছেন। এই সাংবাদিকের কি মা নেই? তিনি কি ন্যায়বিচার পাবেন?

মন্ত্রীকে কি বরখাস্ত করা হবে? মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি এফআইআর হবে? তাঁর কি শাস্তি হবে?'

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'এই সাংবাদিক বৈঠক শুরু করার আগে, আমি আপনাদের সামনে বিহারের মন্ত্রী জীবেশ মিশ্রের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে চাই। তিনিও একটি ভুয়ো মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি একটি গুরুতর অপরাধ করেছেন এবং আমি আপনাদের সামনে ভিডিওটি উপস্থাপন করছি। মন্ত্রী যখন তাঁর নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছিলেন, তখন একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের একজন সাংবাদিক তাঁকে রাস্তাঘাট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মন্ত্রী তাঁকে মারধর করেন এবং গালিগালাজ করেন।'

ভারী বৃষ্টি মুম্বইয়ে, যান্ত্রিক ত্রুটিতে থমকে মনোরেল

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে আবারও জনজীবন বিপর্যস্ত হল বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। বৃষ্টি এতটাই হয়েছে যে, মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। এর ফলে শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। পূর্বাভাস মতোই ভারী বৃষ্টি হয়েছে মুম্বই শহরে, মুম্বইয়ের কিং সার্কেল এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। পুণে-তেও এদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে সোমবার সকালে যান্ত্রিক ত্রুটিতে মুম্বইয়ের ওয়াডালায় থমকে গেল মনোরেল। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আঠাওয়ালে)-র ১৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেশ আনন্দ ভোজনে বলেন, 'ওয়াডালাগামী মনোরেলটি থেমে যায়। যাত্রীদের চেম্বুর থেকে আসা ট্রেনে স্থানান্তর করা হয়। দমকল বাহিনী পরে এসে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করে। আমি সরকারকে বারবার এই

ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করছি।' মনোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'ওয়াডালায় মনোরেলে যান্ত্রিক ত্রুটির পর ১৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়।' দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ, মুকুন্দরাও আম্বেদকর রোড জংশনে মনোরেলে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। মনোরেলটি গাডগে মহারাজ স্টেশন থেকে চেম্বুর যাচ্ছিল। মনোরেল কারিগরি দল মুম্বই ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করে। ট্রেনে থাকা ১৭ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রেনটিকে কাপলিং করে ওয়াডালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাই নিরাপদে আছেন।' অন্য দিকে, মধ্য রেলের সিপিআরও জানান, রবিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, মধ্য রেলওয়ের মূল লাইন এবং হারবার লাইনে লোকাল ট্রেনগুলি ১০ মিনিট দেরি হয়েছে। কিছু জায়গায় জল জমেছে, তবে ট্রেনগুলি এখনও সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলছে।

ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারে নিহত শীর্ষ মাওবাদী

হাজারিবাগ, ১৫ সেপ্টেম্বর: মাওবাদী দমন অভিযানে ফের সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার ভোরে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষনেতা সহদেব সোরেন। সে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিল। তার মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা। সোমবারের অভিযানে সহদেব ছাড়াও নিহত হয়েছে আরও দুই মাওবাদী সদস্য- রঘুনাথ হেমব্রম ওরফে চঞ্চল এবং বীরসেন গাঞ্জু ওরফে রামখেলওয়ান। রঘুনাথ মাওবাদীদের বিহার-ঝাড়খণ্ড স্পেশ্যাল এরিয়া কমিটির সদস্য ছিল। তার মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। আর বীরসেন ছিল জোনাল কমিটির সদস্য। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। সিআরপিএফ জানিয়েছে, সোমবার ভোর ৪.২০ মিনিট নাগাদ হাজারিবাগের গোরহার এলাকার পান্তিত্রি জঙ্গলে এই অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হয়েছে তিনটি একে-৪৭ রাইফেল। সোমবারের সফল অভিযানের জন্য সুরক্ষা বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'আজ সিআরপিএফ-এর কোবরা ব্যাটেলিয়ন এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ দল ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে নকশাল বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছে। নকশাল কম্যান্ডার সহদেব সোরেন নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরও দুই মাওবাদী নিহত হয়েছে। এই অভিযানের পর উত্তর ঝাড়খণ্ডের বোকারো অঞ্চল থেকে নকশালবাদ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। শীঘ্রই গোটা দেশ নকশালবাদের সমস্যা থেকে মুক্ত হবে।'

একদিন ময়দান

সূর্যদের হাত না-মেলানোর হতাশায় অনুষ্ঠান 'বয়কট' পাক অধিনায়কের!

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হল পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ শেষে জয়ী ও পরাজিত দুই অধিনায়কই বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এবারে সেই নিয়ম ভেঙে গেল। পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিতই হলেন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয় ক্রিকেটমহলে।

এদিনের ম্যাচটি ছিল একেবারেই একতরফা। ভারতীয় দল দুরন্ত খেলে পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়েছে। জয়ের পর সাধারণত দুই দলের খেলোয়াড়রা মাঠে হাত মেলান, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কিন্তু এই ম্যাচে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। শুরু থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা পাকিস্তানি দলের সঙ্গে কোনও সৌজন্য বিনিময় করলেন না। টসের সময় ভারতীয় অধিনায়ক করমর্দন

এড়িয়ে গেলেন, ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে গোটা ভারতীয় দল একই অবস্থান বজায় রাখল। পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানোর পথেই হাঁটেননি তাঁরা। এমনকী, সাজঘরে ফিরে বন্ধ করে দেন দরজা।

এর পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দেখা গেল কুলদীপ যাদবকে সাক্ষাৎকার দিতে ডাকলেন সঞ্চালক সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন সূর্যকুমার। কিন্তু তখনও পাকিস্তানের অধিনায়ককে খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো ব্যক্তিগত কারণে তিনি আসতে পারেননি। কিন্তু পরে পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসনের মন্তব্য থেকেই আসল কারণ স্পষ্ট হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে হেসন জানান, 'আমরা ভেবেছিলাম ম্যাচ শেষে দুই দল হাত মেলাবে। কিন্তু ভারতীয়রা সেই সৌজন্য দেখায়নি। এতে আমরা খুব হতাশ। এই কারণে সলমন পুরস্কার বিতরণীতে আসেনি। ম্যাচে হারের পাশাপাশি এমন আচরণও আমাদের কষ্ট দিয়েছে।'

ভারতীয় শিবির অবশ্য নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। সূর্যকুমারের মন্তব্যে স্পষ্ট, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না-মেলানো ছিল পূর্বপরিকল্পিত। অর্থাৎ, এটি ছিল একটি 'অদৃশ্য বয়কট'। ভারতীয় দল বুঝিয়ে দিল, মাঠের ভেতরে যেমন প্রতিপক্ষকে হারাতে তারা পিছপা নয়, মাঠের বাইরে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক ধরনের কড়া অবস্থান নিতে প্রস্তুত। এমনকী, এদিনের জয় ভারতীয় সেনাকেও উৎসর্গ করেছেন সূর্যকুমাররা।

ডার্বি জিতল ম্যানচেস্টার সিটি, জয় লিভারপুলেরও

ম্যানচেস্টার, ১৫ সেপ্টেম্বর: রবিবার রাতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যানচেস্টার সিটি আবারও প্রমাণ করল কেন তারা প্রিমিয়ার লিগের শক্তিশালী দল। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ম্যাচে জোড়া গোল করে নায়ক আর্লিং হালান্ড। ম্যাচের ১৮ মিনিটে জেরেমি ডকুর দুর্দান্ত ক্রস থেকে গোল করেন ফিল ফোডেন। মরসুমে প্রথমবার একাদশে সুযোগ পেয়েই গোলের দেখা পেলেন এই ইংলিশ তারকা। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে ডকুর পাস থেকে চিপ শটে গোলরক্ষক জেমস ট্র্যাফোর্ডকে পরাস্ত করেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার হালান্ড। এরপর ৬৮ মিনিটে বার্নার্দো সিলভার কাছ থেকে বল পেয়ে আবারও জালে বল জড়ান হালান্ড। এই জয়ে ২ জয় ২ হারে পয়েন্ট টেবিলের অষ্টম স্থানে উঠে এল ম্যানচেস্টার সিটি। অন্য দিকে, এই হারের ফলে মরসুমের শুরুটা হতাশাজনক হল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য।

প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে বার্নলির বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে লিভারপুল। ম্যাচের ৯৫ মিনিটে স্পটকিক থেকে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন মোহামেদ সালাহ। কষ্টার্জিত এই জয়ে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল।

এবার এশিয়ায় নিজেদের প্রমাণের সময়: মোলিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি কাপের অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ আহাল এফকে। চোট-আঘাত সমস্যার মাঝেই আহালের বিরুদ্ধে সেরা একাদশ নামাতে বদ্ধপরিকর বাগান কোচ জোসে মোলিনা। মনবীর সিংয়ের চোটের কারণে তিনি দলে একাধিক বিকল্প তৈরি রাখছেন। মনবীরের জায়গায় সম্ভবত খেলতে পারেন কিয়ান নাসিরি। মোলিনা সম্মান করছেন প্রতিপক্ষ আহাল এফকে-কে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান কোচ মোলিনা বলেন, 'প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট আমি। আমাদের জন্য এই ম্যাচ বেশ কঠিন হতে চলেছে। এএফসি-তে সবাই বড় দল, প্রতিপক্ষ দল বেশ ভালো। গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ভালো খেলেছি। আমরাও নিজেদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। ছেলেরা এই ম্যাচের জন্য তৈরি রয়েছে।' আহালের সুবিধাজনক দিক হল, তাদের লিগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে ভারতের সেরা লিগ আইএসএল নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও অন্ধকারে। এই বিষয়ে কোচ মোলিনা বিশেষ মুখ খুলতে চাননি। মোলিনার জবাব, 'আমি প্রতিপক্ষ নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি না। আমরা প্রমাণ করতে চাই, কেবল ভারতের সেরা দল নয়, এশিয়াতেও নিজেদের প্রমাণ করতে চাই। সবার জন্য এটা বড় সুযোগ। নতুন খেলোয়াড়দের

প্রস্তুতিতে আমি খুশি।' চোট সারিয়ে আহাল এফকে ম্যাচে নামতে প্রস্তুত বাগান মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা। কোচ পুরো ৯০ মিনিট তাকে ব্যবহার করতে পারেন, এমনই ইঙ্গিত দিলেন মোলিনা। অনিরুদ্ধ থাপা কতটা তৈরি? জানালেন নিজ মুখেই। থাপা বলেন, 'এই ম্যাচ আমাদের জন্য সহজ হবে না। আশা করি ভালো খেলতে পারব এবং ম্যাচ জিতব। আমরা আত্মবিশ্বাসী, গত বছরের অনেক খেলোয়াড়রা রয়েছেন এই দলে। কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।'

অন্য দিকে, আহাল এফকে কোচ এজিজ ভারত ও কলকাতার আতিথেয়তায় মুগ্ধ। তিনি বলেন, 'ভারতীয়দের ধন্যবাদ, এত উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। খুব ভালো আতিথেয়তা পেয়েছি। তবে আমরা তিন পয়েন্ট নিয়ে যেতে এসেছি। মোহনবাগান শক্তিশালী দল। আশা করছি, জিতে তিন পয়েন্ট নিয়ে দেশে ফিরতে পারব। আমার ছেলেরা তৈরি আছে।'

লা লিগা ভ্যালেন্সিয়াকে হারিয়ে দুইয়ে বার্সিলোনা

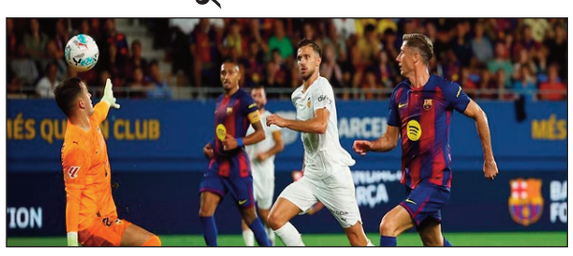

বার্সিলোনা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ভ্যালেন্সিয়াকে ৬-০ গোলে হারাল বার্সিলোনা। বিশাল এই জয়ে ফারমিন লোপেজ, রাফিনহা ও রবার্ট লেভান্ডোভস্কি প্রত্যেকে ২টি করে গোল করেছেন। এই জয়ে বার্সা লা লিগা টেবিলে পাঁচ থেকে দুইয়ে উঠে এল। ৪ ম্যাচে পয়েন্ট হল ১০। ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। ভ্যালেন্সিয়া ৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ১৫ নম্বরে। ৬ গোল দিলেও গোলের খাতা খুলতে বার্সিলোনা সময় নিয়েছে ২৯ মিনিট। কয়েকটি সুযোগ মিসের পর ফেরান তোরেসের অ্যাসিস্টে বার্সিলোনাকে লিড এনে দেন ফারমিন লোপেজ। প্রথমার্ধে হয়েছে ওই একটি গোলই। দ্বিতীয়ার্ধে ১৩ মিনিটের ব্যবধানে বার্সিলোনা করে ৩ গোল। বদলি নামা রাফিনহা গোল পান ৫৩ মিনিটে। এর ৩ মিনিট পর জোড়া গোল করেন লোপেজ। ডি বক্সের অনেকটা দূর থেকে লোপেজ জোরালো শটে গোলটি করেন। বদলি হিসেবে নেমেছিলেন রবার্ট লেভান্ডোভস্কি। পরের দু'টি গোলই আসে তাঁর পা থেকে। দু'টি গোলে একবার তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন দানি ওলমো, আর একবার মার্ক বারনাল।

NOTICE
Next Generation Co-Operative Housing Society Ltd intends to build a G + 4 building on plot no: CD-135, Street no: 0211, Newtown, Kolkata, Category - LIG, on 268.86 sq.mt, for which the Society wants to appoint an Engineer as per Co-operative law. Interested contractors are requested to contact the secretary within 7 Days.
SECRETARY
NEXT GENERATION
CO-OP. Hg. Sc. Ltd.
Mb. No: 7044533609, 6291657783

NOTICE
Mangalika Co-Operative Housing Society Ltd intends to build a G + 4 building on plot no: AA-11B/443, Street no: 0540, Newtown, Kolkata, Category - MIG, on 334.50 sq.mt, for which the Society wants to appoint an Engineer as per Co-operative law. Interested contractors are requested to contact the secretary within 7 Days.
SECRETARY
MANGALIKA CO-OP
Hg. Sc, Ltd,
Mb. No: 7044533609, 6291657783

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 46/WS/Eng/ APAS/25 Dt. 15-09-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA,DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO- e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/DMA/ 07 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Improvement of Bituminious Road, Up-gradation of existing Road, Upgradation of existing C.C. Road, Construction of C.C. Road with Paver block in Different ward under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date: - 1) 29.10.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
QUOTATION NOTICE
QUOTATION No. : QN/001/AE/ B-II/2025-26, Date : 16.09.25
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. & Visit the site: www.myhmc.in . Last date Submission : 23.09.2025 at 01.00 P.M. Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 520/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 13.09.2025.** Date of Publish of Tender: **13.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **20.09.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **23.09.2025 at 12:30 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Renovation of Ma Chandi F.P. School, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/45(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902920_1 • Estimated Amount : 3,77,327.00/-
2) Name of the Work: Ghatakk Market Drain Repairing, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/45(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902920_2 • Estimated Amount : 4,63,532/-
3) Name of the Work: Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole LED Fittings at Ghatak Market, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/45(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902920_3 • Estimated Amount : 87,324.00/-
4) Name of the Work: Laying of 15mm Dia PVC Underground Pipe Line for Street Tap near Pandey Transport, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/45(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902920_4 • Estimated Amount : 21,928.00/-
5) Name of the Work: Laying of 15mm Dia PVC Underground Pipe Line for Street Tap at Staff Quarter near Bhagban Das House, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/45(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902920_5 • Estimated Amount : 21,928.00/-
Last Date : 22nd September 2025, up to 4:50 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

সোনা পেরিয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার, সোভেরেইন গোল্ড বন্ড কিনবেন নাকি কিনবেন না?

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকার চাকরির বাজারের অবস্থা খারাপ। বাড়ছে বেকারত্ব। আর এই তথ্য সামনে আসার পরই বিশ্ব বাজারে সোনার দামে আগুন লেগেছে। আমাদের দেশের ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছাড়িয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ভাবছেন, এখন সোনা কেনা ঠিক হবে নাকি ঠিক হবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন খুব তাড়াতাড়িই সুদের হার আরও কমাতে পারে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ। আর সেই আশাতেই বাড়ছে সোনার দাম। ৩ হাজার ৬৫০ ছুঁয়েছে আর খুব তাড়াতাড়িই সেই দাম ৪ হাজার ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু বিনিয়োগ করবেন কোথায়?

সোনার বিনিয়োগ করতে চাইলে Sovereign Gold Bond বা SGB একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। তবে সরকার এখন আর নতুন করে সোভেরেইন গোল্ড বন্ড ইস্যু করছে না। ফলে সেকেন্ডারি মার্কেট অর্থাৎ NSE বা BSE থেকেই কিনতে হচ্ছে। আর এখানেই আসল সমস্যা।

তথ্য অনুযায়ী, সেকেন্ডারি মার্কেটে সোভেরেইন গোল্ড বন্ডের প্রতি গ্রামের দাম পড়ছে প্রায় ১১,৫০০। অথচ, MCX-এ গোল্ড ফিউচারসের দাম ১১,০০০-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ, স্পট গোল্ডের দামের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে আপনাকে সোভেরেইন গোল্ড বন্ড কিনতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রথমেশ মালিয়া বলছেন, 'বাজারের থেকে বেশি দামে SGB কেনা এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে আপনার লাভের সম্ভাবনা কমে যায়'।

তাহলে আপনি কী করবেন?

যদি আপনার লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হয়, তবেই সোভেরেইন গোল্ড বন্ড নিয়ে ভাবতে পারেন। কারণ এতে আপনি ২.৫ শতাংশ সুদ এবং কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন। কিন্তু কম সময়ের জন্য বিনিয়োগ করলে বা সহজে টাকা তোলার প্রয়োজন হলে Gold ETF বা মিউচুয়াল ফান্ড ভালো বিকল্প হতে পারে।

মনে রাখবেন, কিছু পুরনো সোভেরেইন গোল্ড বন্ড সিরিজে লিকুইডিটি বা সহজে বিক্রেতা পাওয়ার সমস্যাও হতে পারে। তাই সোনার এই রেকর্ড দৌড়ের বাজারে, যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবেশজ্ঞান ও শিশু-মন

ডাঃ শামসুল হক

আমাদের এই মুক্ত পরিবেশ আর তার মধ্যে দৃশ্যমান হরেক রকম বস্তুসামগ্রীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করারই ফলাফল হিসেবে ছোট্ট একটা শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে পারে যে সমস্ত ধ্যান ধারণা, সেটাই যে হয়ে উঠতে তার পরিবেশগত মেধা শক্তির ধারক এবং বাহক, সেই বিষয়ে একমত বিশেষজ্ঞরাও। তাঁরা মনে করেন এই ব্যাপারে তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বস্তু হল সবুজ বনস্পতি এবং গৃহপালিত কিছু পশুপক্ষীই। আর সেখানে তাদের একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কটা কেমন এবং তাতে তাদের লাভটাই বা কি , সেটা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে নতুন নতুন অনেক কিছু চিন্তাভাবনাও।

বলাই বাহুল্য, সত্যি সত্যিই সেই কাজটাকে যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয় তাহলে শিশু মনের অন্দরে কিছু না কিছু কৌতুহলের সৃষ্টি হবেই হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে সেও চেষ্টা করবে নতুন নতুন কিছু সংগ্রহ করার। আর চেষ্টা করবে তার মাধ্যম কিছু জ্ঞান অর্জন করারও । সুতরাং সেইসময় তাদের নিজেদের কাছাকাছি থাকা পরিবেশের মধ্য থেকেই নিত্যনতুন উপাদান সংগ্রহ করা এবং তাকে কেন্দ্র করেই তাদের মনের মধ্যে শিক্ষনীয় কোনকিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে তার মা বাবা সহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও। তাতে তাদের দৈনন্দিন কৌতুহলের সীমারেখাটা যে নিশ্চিতভাবেই বর্ধিত হবে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও একমত। আর তার ই ফলস্বরূপ একদিন না একদিন অপরের সহযোগিতা ছাড়াও তারা নিজেরা নিজেদের তাগিদেই ছুটে বেড়াবে বৃহত্তর প্রকৃতির সন্ধানে এবং খুঁজে বেড়াবে তাদের ঈপ্সিত বস্তুকেও।

সময় এগিয়ে চলে তার নিজেরই নিয়মে। আর ছোট ছোট শিশুদের দুরন্ত মনটাও ছুটে চলে সময়ের তালে তালেই। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তাদের মনের চিন্তাশক্তি এবং অতি অবশ্যই বর্ধিত হয় তার নিজ প্রতিভার বিকাশও । বাড়ে মনের কৌতুহল এবং বোধবুদ্ধিও। বুঝতে শেখে নিজেদের ভালো মন্দের বিষয়গুলোও।

অবশ্য একথা একশো শতাংশ ই সঠিক যে, আপনার শিশুর সেই সময়ের পদচারণা যে কতখানি সঠিক সেটাও সঠিকভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। তাদের সেই সময়ের ভাবাবেগ বা চালচলনের বিষয়গুলোও ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে মিলবে না একশো শতাংশ সাফল্যও। তাই সেইসময় তাদের নিজেদের সব ধরণের কাজ করার জন্য দেওয়া যেতে পারে পুরো স্বাধীনতাই। কিন্তু তার মধ্যে অতি অবশ্যই থাকবে সঠিক নিরীক্ষণ পর্বও। তখন প্রয়োজন বোধ করলে তাদের বুঝিয়েও দিতে হবে কোনটা ঠিক আর কোনটা নয়। এই ধরণের কাজ চলতে থাকবে ধারাবাহিক ভাবেই । আর তারই পাশাপাশি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে তাদের পরিবেশ চেতনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিও । অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির কাজটাও যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় সেই দিকেও। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাফল্যের কথা মনে রেখে আমাদের ভাবতে হবে আরও অনেক কিছুই। আর সেই কাজ করতে গিয়ে ঘর এবং বাহির উভয় স্থানের পরিবেশের উৎকৃষ্টতা যাতে সব সময়ই বজায় থাকে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে সেই দিকেও।

এক ধাক্কায় দাম কমেছে আইফোনের, এটাই কি স্বপ্নপূরণের সেরা সময়?

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েক দিন আগেই লঞ্চ হয়েছে অ্যাপেলের আইফোন ১৭ সিরিজ। নতুন ডিজাইন, শক্তিশালী ক্যামেরা ও A19 Pro চিপ নিয়ে লঞ্চ হল আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স। ভারতে এর দাম শুরু হচ্ছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা থেকে।

ডিজাইন ও পারফরম্যান্স

এবারের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এর ইউনিবডি অ্যালুমিনিয়াম ডিজাইন। এর ভেতরে রয়েছে ভেপার চেম্বার, যা ফোনকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও নতুন A19 Pro চিপের কারণে ১৭ সিরিজের ফোন আগের সিরিজের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ ভাল পারফরম্যান্স দেবে। ফোনের সামনে ও পেছনে রয়েছে সেরামিক শিল্ড ২, যা আগের সিরিজের ফোনে থাকা সেরামিক শিল্ডের তুলনায় ৪ গুণ বেশি মজবুত।

ক্যামেরায় নতুন চমক

iPhone 17 Pro মডেলে তিনটি ৪৮ মেগাপিক্সেলের ফিউশন ক্যামেরা থাকছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি নতুন টেলিফটো লেন্স, যা দিয়ে ৮ গুণ পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম সম্ভব। ভিডিয়ো নির্মাতাদের জন্য ProRes RAW ও Apple Log 2 সাপোর্টও যোগ করা হয়েছে। সেলফির জন্য রয়েছে ১৮ মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা।

ডিসপ্লে এবং ব্যাটারি

১৭ সিরিজের ফোনে আগের মতোই রয়েছে Super Retina XDR ডিসপ্লে। এর সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস ৩০০০ নিটস। Pro Max মডেলের স্ক্রিন ৬.৯ ইঞ্চির। নতুন চিপের কারণে এই ফোনের ব্যাটারি লাইফ আগের ফোনগুলোর তুলনায় অনেক উন্নত করা হয়েছে, বলছে অ্যাপেল।

দাম এবং স্টোরেজ

ভারতে iPhone 17 Pro (256GB) মডেলের দাম শুরু হচ্ছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা থেকে। iPhone 17 Pro Max (256GB)-এর দাম শুরু হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা থেকে। এই প্রথম Pro Max মডেলে মিলবে ২ টেরাবাইট স্টোরেজ। তবে চমক থাকছে অন্য জায়গায়। আইফোন ১৬-এর ২৫৬ জিবির বেস মডেলের তুলনায় এবারের আইফোন ১৭-এর দাম ৭ হাজার টাকা কম থাকছে। অর্থাৎ, এবারে ৮২ হাজার ৯০০ টাকায় লঞ্চ হতে চলেছে আইফোন ১৭-এর বেস মডেল। ক্যামেরা, পারফরম্যান্স এবং ডিজাইন, এই তিনের উপরই ভরসা রেখেছে অ্যাপেল। এই মিশ্রণ ভারতের প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বাড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

আলোর রোশনাইয়ের মাঝে আঁধারে বিলুপ্তপ্রায় বাংলাজুড়ে অগণিত দুর্গা

অশোক সেনগুপ্ত

পুজো আসছে। চারদিকে আলোর রোশনাই শুরু হয়ে যাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে হর্ষ। ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই গান। কিন্তু খাস কলকাতায় একটি স্মৃতিবিজরিত ভবনে বেশ ক'টি তোরঙ্গ আর দেরাজে নষ্ট হচ্ছে অজস্র প্রাচীন দুর্গার কারুকাজ।

পুরাতাত্বিকরা অনেকে জানেন। তাঁরা অসহায়। আস্তে আস্তে ভুলে যেতে বসেছেন ওই সব দুস্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্যের কথা। ওই দেরাজ তো দূরের কথা, তালাবন্ধ ভবন খোলারও উপায় নেই। হ্যাঁ, বলছিলাম ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় সংগ্রহশালার কথা। প্রায় পাঁচ বছর ধরে সেটি বন্ধ। অন্ধকারে, গরমে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে বাংলার সেইসব অমূল্য সৃষ্টির।

কীধরণের দুর্গা রয়েছে ভিতরে? পটের দুর্গা গোটা ৬০। অধিকাংশই মোটা, বিশেষ ধরণের কাগজে পটুয়াদের আঁকা 'কমলেকামিনী'। দুটো বড় কাপড়ের ওপর পেন্টিং আছে। একটি আনুমানিক ছয় বাই দু'ফুট, অপরটি আট বাই ছ'ফুটের। বয়স ১০০-র ওপর। প্রদর্শশালার শো কেসে নয়, গুদামে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু দুর্গাপট।

উনবিংশ শতকে বীরভূম বাঁকুড়ায় খুব প্রচলন ছিল পটে আঁকা 'পঞ্চকল্যাণী'-র। এরকম শিল্পের গোটা পাঁচ প্যানেল আছে ভিতরে। দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট, প্রস্থ ফুট দেড়। যেন সামনে থেকে দেখতে পারছেন, গড়গড় করে এই প্রতিবেদককে বলে গেলেন ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল। ১৯৯৭-তে যোগ দিয়েছিলেন এই সংগ্রহশালায়। ২০০৯ থেকে ২০২০-র আগস্টে সংগ্রহশালা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদ 'কিউরেটর কাম সেক্রেটারি' হিসাবে। তাঁর সময়েই এই প্রতিবেদক মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলেন দেবী দুর্গা-সহ গ্রামবাংলার অজস্র

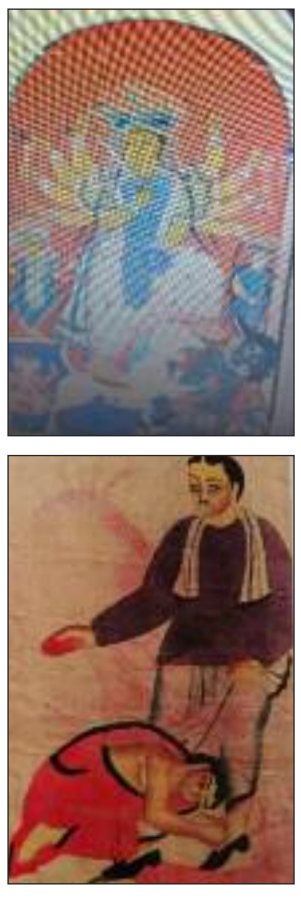

প্রাচীন শিল্প।

১৯৬৩-র ৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অনন্য এই সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। নামীদামী অনেক শিল্পবোদ্ধা এসেছেন গুরুসদয় সংগ্রহশালায়। আইসিএস গুরুসদয়বাবু অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে বিপুল শিল্পকীর্তি সংগ্রহ করেছিলেন, তার একটা বড় অংশ ঠাঁই পেয়েছিল এখানে।

ফের ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। বন্দী দেবী দুর্গার তালিকায় রয়েছে প্রায় ১৫টি 'রামায়ণ পট'-এর প্যানেল। কোনওটির দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, দৈর্ঘ্য ১০ ফুট। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমের বিভিন্ন শিল্পীর কাছ থেকে সেগুলো সংগৃহীত। চণ্ডীমঙ্গলে একাধিকবার এসেছেন মা দুর্গা। সে সব ধরা আছে প্রায় ৪০টি পটে। আছে কাঠের দুর্গা, তিন ফুট বাই এক ফুটের। ১০ বাই ৬-এর দেবীর 'ফিগারিং'। তালিকা যেন অফুরন্ত!

বিজনবাবু বলছিলেন, দীর্ঘ একটা সময় ধরে মূর্তির বদলে দুর্গা পূজিতা হতেন পটের ছবিতে। মূলত এ কারণে গ্রামবাংলায় অজস্র শিল্পীর দৃষ্টিতে এবং ভাবনায় জন্ম নিয়েছিল নানা ধরণের দুর্গা। দক্ষ জহুরির মতো আরও নানা জিনিসের সঙ্গে সেগুলো সংগ্রহ করেছিলেন গুরুসদয়বাবু। এই সংগ্রহশালায় প্রায় ৪ হাজার দ্রষ্টব্যের মধ্যে আড়াই হাজার তাঁর সংগৃহীত। বাকিগুলো সরকারি বা অন্যদের জোগার করা।

বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত সংগ্রহশালায় ছিল ১০ জন স্থায়ী ও ৩ জন অস্থায়ী কর্মী। বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ, মানোন্নয়ণের অর্থ দিত কেন্দ্র। বাড়তে বাড়তে পরিমাণটি শেষ পর্যন্ত হয়েছিল

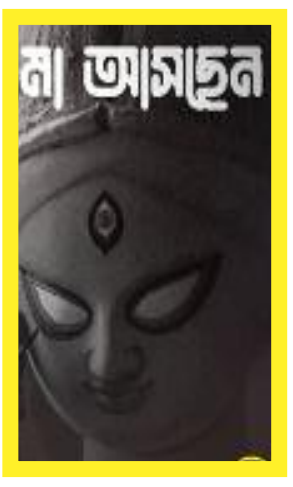

বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্র সেই বরাদ্দ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেন্দ্র, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে আবেদন করে সব রকম চেষ্টা হয়েছিল সংগ্রহশালা বাঁচানোর। কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। ২০১৭-এর অগস্ট থেকেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ে সংগ্রহশালা। ডিসেম্বর থেকে একদম বন্ধ হয়ে যায়।

বিজনবাবু জানান, ব্রতচারী সমিতির প্রায় দু'বিঘা জমিতে দুটি ভবন। সংগ্রহশালার মূল ভবন দোতলা। প্রতি তলের আয়তন প্রায় দু'হাজার বর্গফুট। পরবর্তীকালে তৈরি একটি ভবনের মোট আয়তন প্রায় আট হাজার বর্গফুট। পুরোটা পড়ে রয়েছে অভিভাবকহীন অবস্থায়।

৮৩ তম বর্ষে হাজরা পার্কের থিম 'দৃষ্টিকোণ'

শুভাশিস বিশ্বাস

দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলোর তালিকায় একেবারে প্রথমের দিকেই থাকে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের নাম। গত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতি বছরই থিমের চমক নিয়ে হাজির হয় হাজরা পার্ক। এবারেও তার অন্যথা হচ্ছে না।উৎসবের চেয়েও ঐতিহ্যকে ধরে রাখাকে গুরুত্ব দিয়ে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তারা তাঁদের ৮৩ তম বর্ষ উদযাপনে ব্রতী হয়েছেন। আর হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের পুজো মানেই সমাজ জীবনের প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের সৃজনশীল উপস্থাপনা। প্রত্যেক বছর মণ্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা, সবেতেই এক নান্দনিক দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেন পুজো উদ্যোক্তারা।* প্রসঙ্গত, হাজরা পার্ক কমিটির দুর্গাপুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, দলিত এবং হরিজন সমাজের মানুষদের একসময় পুজোয় প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু পুজো হয়ে গেলে আশেপাশের সব নোংরা তাঁরাই ফেলতেন। আর মাকে প্রণান জানাতেন প্যান্ডেলের বাইরে থেকেই। এরপর সমাজকে পরিবর্তন করে সবার জন্য দুর্গাপুজো এই হাজরা পার্কে চালু করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯৪২ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সুভাষ চন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই পুজোটি মূলধারার উদযাপন থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাদ পড়া প্রান্তিকদের আলিঙ্গন করার জন্যই কল্পনা করা হয়। এরপর থেকে এই হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী ও সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ দুর্গাপুজো হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। শুধু তাই নয়, এই পুজো আদতে সমাজের অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামকেও তুলে ধরে। আর এই ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম তুলে ধরার একটি প্ল্যাটফর্মও বটে।*পদ্মপুকুরে এর প্রথম সূচনা থেকে হাজরা পার্কে স্থায়ী আবাসস্থল খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত, পুজোটি তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শের প্রতি সত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গে*ব্যাপকভাবে কলেবরেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের ৮৩তম বর্ষ থিম হিসেবে তুলে 'ধরছে দৃষ্টিকোণ' বা 'প্রতিটি রং অন্তরের এক টুকরো প্রকাশ করে' গ্রহণ করেছে।*

থিম প্রসঙ্গে শিল্পী বিমান সাহা জানান, যে

কোনও ঘটনায় প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ভিন্ন। যেমন একটি গ্লাসকে আপনি অর্ধেক ভরে রাখলে তা একজন বলবেন গ্লাসটি অর্ধ পরিপূর্ণ। আর সেই গ্লাসকেই আর একজন বলবেন এটি অর্ধেক খালি। অর্থাৎ, বিষয় এক হলেও চিন্তাধারার পরিবর্তনে সমগ্র উপস্থাপনা যায় বদলে। এর পাশাপাশি এই থিমটি রং-কে কেবল দৃশ্যমান আনন্দ হিসেবেই নয় বরং আত্ম-প্রকাশের একটি গভীর ভাষা হিসেবেও অন্বেষণ করে। একজন শিল্পীর জন্য, প্রতিটি রং অন্তরের এক টুকরো প্রকাশ করে,তাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং দর্শন। আর এই চিন্তাধারা সমগ্র নির্ভর করে কারও দৃষ্টিকোণের ওপরেই। যেখানে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে থাকে কোমনও এক ব্যক্তি বিশেষের মানসিক অবস্থাও। মানসিক ভাবে উৎফুল্ল থাকলে আপনার সবকিছুই অত্যন্ত সহজ বলে মনে হবে। ঠিক তেমনই উল্টো ঘটনা ঘটবে মন ভারাক্রান্ত থাকলে। আর আত্ম-প্রকাশের এই গভীর ভাষা যখন দেবী দুর্গার রূপের উপর প্রবাহিত হয়, তখন তারা একটি নীরব কবিতা তৈরি করে , শব্দহীন গল্প, যা স্রষ্টার হৃদয় থেকে জন্মগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায় থিম প্রসঙ্গে বলেন, 'রং কেবল পৃথিবীর অলঙ্কার নয় , এটি এর হৃদস্পন্দন। প্রতিটি রং-ই একটি আবেগ বহন করে। যেমন ভালোবাসার উষ্ণতা, প্রতিবাদের আগুন, দৃঢ় বিশ্বাসের সাহস, আশার আলো। রঙ জীবনের হৃদস্পন্দন। 'দৃষ্টিকোণ'-এর মাধ্যমে আমরা চাই মানুষ স্পষ্টের বাইরে তাকিয়ে দেখুন। সবাই যেন দেখতে পান রং কিভাবে কেবল দেবীর রূপকেই নয়, আমাদের চিন্তাভাবনার ধরণকেও রূপ দেয়। এই বছরের প্যান্ডেল এবং প্রতিমা রঙের বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে মূর্ত করে তুলবে। যেখানে প্রতিটি শৈল্পিক বিবরণ, নকশার প্রতিটি স্তর এবং উদযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন প্রতিটি কোণায় কোণায় বোনা। দর্শনার্থীদের কেবল পর্যবেক্ষণ করার জন্য নয়, অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে, রঙগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে দেবে।যেখানে প্রতিটি রং-ই একটি গল্প বলে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও আমরা সকলকে এই গল্পের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, এই পুজোর প্রধান উপদেষ্টা তথা পৃষ্ঠপোষক রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদের চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম , বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অভিনেত্রী দর্শনা বণিক-সহ বহু বিশিষ্টরা।